https://www.path-2-happiness.com/bn

الطريق إلى السعادة
The Path to Happiness

https://www.path-2-happiness.com/bn

নবী ও রাসুলগণ

সূচিপত্র

নবী ও রাসুলগণ

নবী ও রাসুলগণ

মানুষের জন্য কি নবী রাসুলের প্রয়োজনীয়তা আছে?

নবুয়াত ও রিসালাতের হাক্বিকত

নবী রাসুলের আলামত ও লক্ষণসমূহঃ

রাসুলদের দাওয়াতের মূলনীতিঃ

উচ্চ সাহসী নবী রাসুলগণের ইতিহাস

https://www.path-2-happiness.com/bn

নবী ও রাসুলগণ

মানুষের জন্য কি নবী রাসুলের প্রয়োজনীয়তা আছে?

আল্লাহ তায়া'লা মানুষকে সুস্থ স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে সত্য মিথ্যা নিরুপন করতে বিবেক দান করেছেন। যেহেতু মানুষের বিবেকবুদ্ধি ভুল ত্রুটি, অপূর্নাঙ্গতা, প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরায়নতা ইত্যাদি নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়; বরং এতে ভিন্নতা ও বৈপরীতও দেখা যায়। কেউ একটা জিনিসকে ভাল মনে করেন অন্যদিকে আরেকজন সেটাকে খারাপ মনে করেন। বরং একই ব্যক্তি স্থান, কাল পাত্রভেদে তার মত পরিবর্তন করে করে থাকেন। অপর দিকে যেহেতু মানুষের বিবেক অদৃশ্য জিনিস বুঝতে এভাবে ভিন্ন হয়ে থাকে তখন অদৃশ্য বিষয় যা অনেক সময় জ্ঞান বুঝতে অক্ষম বুঝতে কতটা বেগ পাবে?! সে সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য, আদেশ নিষেধ বুঝতে আরো বেশী অক্ষম। কেননা মানুষ আল্লাহকে তো সরাসরি দেখতেও পায়না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।} [শুরাঃ ৫১]

এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা তাঁর ও বান্দাহর মাঝে দূত হিসেবে তাঁর সৃষ্টির সর্বোত্তম বান্দাহদের থেকে নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা।} [হাজ্বঃ ৭৫]

তারা মানুষদেরকে তাদের সৃষ্টিকর্তার পথ দেখান। তাদেরকে অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। যাতে করে নবী রাসুলদের পরে আল্লাহর কাছে মানুষের কোন অজুহাত বা প্রমাণ না থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ।} [নিসাঃ ১৬৫]

সাদামাটা হোন

"মুহাম্মাদ যখন মর্যাদার চূড়ায় তখনও তিনি সাদামাটা অবস্থা বজায় রেখেছিলেন। তাই যখন তিনি কোন কক্ষে কোন সমাবেশে উপস্থিত হতেন তখন তার সম্মানে দাঁড়ালে কিংবা বেশি স্বাগত জানালে তিনি তা অপছন্দ করতেন। "

ওয়াশিংটন আইরায়ভিং

আমেরিকান কূটনীতিক ও লেখক

তাই নবী রাসুল প্রেরণ মানুষের জন্য আল্লাহ তায়া'লার অনেক বড় নেয়ামত। যাতে তারা মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেন সেসব জিনিস যা তাদের উপকারী ও তাদেরকে নানা পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।} [আলে ইমরানঃ ১৬৪]

আল্লাহর বড় নেয়ামত হলো তিনি মানুষের মধ্যে নবী রাসুল {পাঠিয়েছেন আবার নবী-রাসূলদেরকে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করেছেন।} মানুষের জন্য নবী রাসুল প্রেরণের এ নিয়ামত আরো বেশী স্পষ্ট হয় যেহেতু তারা আল্লাহর ভাষায় মানুষকে সম্বোধন করেছেন। তারা আল্লাহর অস্তিত্ব, গুনাবলী তাদেরকে বর্ণনা করেছেন। উলুহিয়্যাতের মূল ও ইহার বৈশিষ্ট্যাবলী মানুষকে জানিয়েছেন। অতঃপর তারা এ ক্ষুদ্র নগণ্য মানুষের মর্যাদা, তাদের জীবন, চলাফেরা ও বসবাস ইত্যাদি সম্পর্কে জানিয়েছেন। তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস, কল্যাণ অকল্যাণ ইত্যাদির দিকে আহবান করেছেন। আসমান ও জমিনের চেয়ে বিস্তৃত জান্নাতের দিকে ডেকেছেন। এসব কিছুই আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাহর জন্য বহমান নিয়ামত, ইহ তাঁর অনুগ্রহ ও দান। বরং নবী রাসুলগণ মানুষকে পবিত্র করেছেন, তাদের মর্যাদা বুলন্দ করেছেন, তাদের অন্তর, ধ্যান ধারণা ও অনুভূতিকে পবিত্র করেছেন, তারা তাদের ঘর বাড়ি, সম্মান, ধন সম্পদ ইত্যাদি পবিত্র করেছেন। তাদের জীবন, সমাজ জীবন ব্যবস্থাকেও পবিত্র করেছেন। শিরক, পৌত্তিকতা, কল্পকাহিনী ও পৌরাণিক গল্প ইত্যাদির অপবিত্রিতা থেকে মানুষকে পবিত্র করেছেন। জীবন যাপনের জন্য আরো যা কিছু আছে যেমনঃ আচার অনুষ্ঠান, ধর্মানুষ্ঠান, রীতিনীতি, ঐতিহ্য এককথায় সব ধরণের মানবতাবোধ শিক্ষা দিয়েছেন। তারা জাহেলী যুগের অপবিত্রতা যা মানুষের অনুভূতি, অনুষ্ঠান, ধর্মানুষ্ঠান, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও

https://www.path-2-happiness.com/bn

মৌলিকধারণাকে কলুষিত করেছে তা থেকে মানুষকে পবিত্র করেছেন। জাহেলিয়াত তো জাহেলিয়াতই, সব জাহেলী যুগেই রয়েছে অন্ধকার ও অপবিত্রতা, যা কোন সময় ও স্থানের সাথে নির্দিষ্ট নয়, যখনই মানুষের অন্তর এক আল্লাহর বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই তাদের জীবন জাহেলী যুগের ধ্যান ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তখন মানুষকে এ অন্ধকার থেকে মুক্ত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। জাহেলী যুগ বলতে সব জাহেলীয়াতকে বুঝায় যা আগের যমানায় হোক বা বর্তমান যমানায় হোক। যেখানেই আখলাক চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা, মানুষের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়েছে তাই জাহেলী যুগ, চাই সেখানে আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ হোক, শিল্প উৎপাদন হোক,বা সাংস্কৃতির সমৃদ্ধি হোক। কেননা আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।} [জুমআঃ ২]

এখানে পথ ভ্রষ্টতা বলতে মানুষের ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের ভ্রষ্টতাকে বুঝানো হয়েছে। জীবনের সব ধরণের অর্থের ভ্রষ্টতা, লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ভ্রষ্টতা, অভ্যাস ও আচার আচরণের ভ্রষ্টতা, জীবন ব্যবস্থা ও অবস্থানের ভ্রষ্টতা, সমাজ ও আখলাকের ভ্রষ্টতা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

https://www.path-2-happiness.com/bn

মানুষ হিংস্র, ধর্ম যদি তাকে নিরস্ত না করে

ডেভিড বার্টন রচিত [আমেরিকা প্রার্থনা করে বা না করে]গ্রন্থে প্রকাশিত আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চালানো পরিসংখ্যান মোতাবেক
- ৮০% মার্কিন নারী মিনে একবার জীবনে ধর্ষণের শিকার হয়।
- দৈনিক ১৯০০ জন নারী ধর্ষিত হয়। যার ফলে ৩০% জন মার্কিন যুবতী চৌদ্দ বছর বয়সে গর্ভ কিংবা গর্ভপাত কিংবা প্রসবের মুখোমুখী হয়।
- ৬১% ধর্ষণ ঘটে আঠার বছরের কম বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে।
- ২৯% ধর্ষন হয় ১১ বছরের কম শিশুদের ক্ষেত্রে।

ডেভিড বার্টন

আমেরিকান লেখক

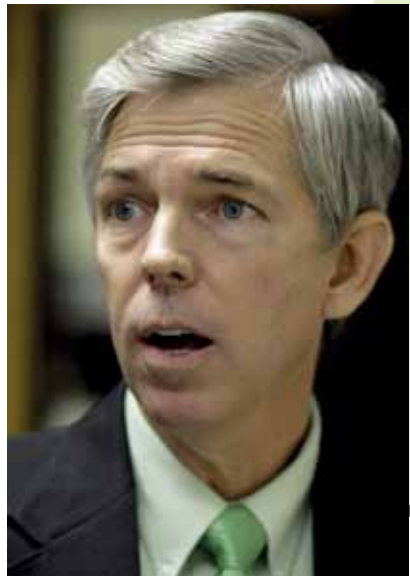

নবুয়াত ও রিসালাতের হাক্বিকত

আল্লাহ তায়া'লার বিশেষ নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম নেয়ামত হলো তিনি নবী রাসুলগণকে মানুষের মধ্য থেকেই পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম।} [নাহলঃ ৪৩]

তারা স্বজাতির ভাষায় কথা বলেছেন, যাতে তাদের ভাষা স্বীয় সম্প্রদায়ের বোধগাম্য হয়, তাদের কথার অর্থ বুঝতে পারেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, পথঃভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।} [ইবারাহীমঃ ৪]

আম্বিয়া ও রাসুলগণ পূর্ণ জ্ঞান ও সুস্থ স্বভাব, সত্যবাদিতা, আমানতদারীতা ও মানবিক সব ধরণের ত্রুটি থেকে মুক্ত ইত্যাদি গুনে গুণান্বিত ছিলেন। সে সব শারীরিক দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন যা মানুষের চোখে পড়ে ও সুরুচির পরিপন্থী। আল্লাহ তায়া'লা নিজেই তাদেরকে পবিত্র ও শ্রেষ্ট চরিত্রবান করেছেন। চারিত্রিক দিক থেকে তারা সবচেয়ে পরিপূর্ণ, অন্তরের দিকে সবচেয়ে পবিত্র ও সবচেয়ে সম্মানিত। আল্লাহ তায়া'লা তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের সব গুন দান করেছেন।

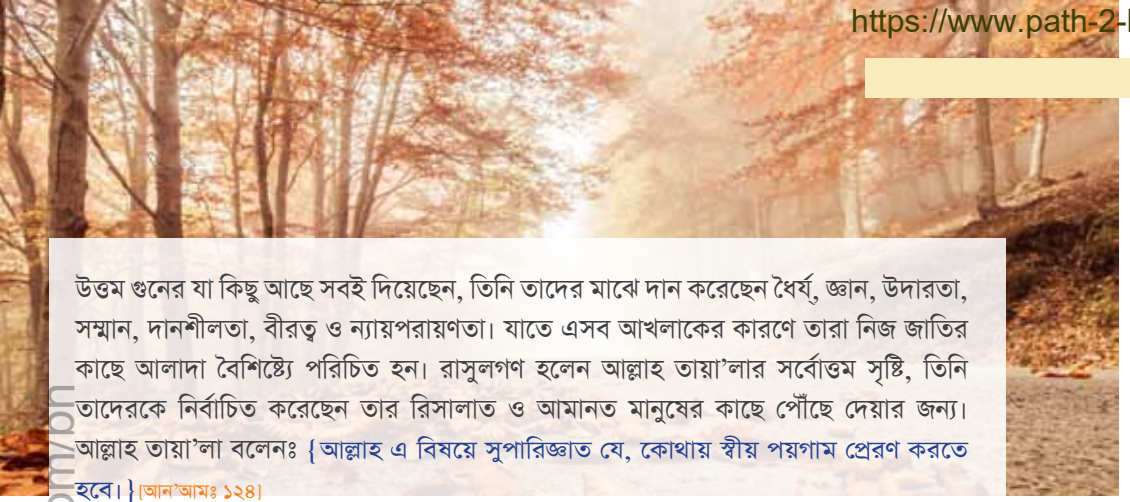

উত্তম গুনের যা কিছু আছে সবই দিয়েছেন, তিনি তাদের মাঝে দান করেছেন ধৈর্য, জ্ঞান, উদারতা, সম্মান, দানশীলতা, বীরত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা। যাতে এসব আখলাকের কারণে তারা নিজ জাতির কাছে আলাদা বৈশিষ্ট্যে পরিচিত হন। রাসুলগণ হলেন আল্লাহ তায়া'লার সর্বোত্তম সৃষ্টি, তিনি তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন তার রিসালাত ও আমানত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ এ বিষয়ে সুপারিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে।} [আন'আমঃ ১২৪]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম [আঃ] নূহ [আঃ]¬ ও ইব্রাহীম [আঃ] এর বংশধর এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন।} [আলে ইমরানঃ ৩৩]

আল্লাহ তায়া'লা ঈসা [আঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বানীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভূক্ত। যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।} [আলে ইমরানঃ ৪৫-৪৬]

মুহাম্মদ [সাঃ] নবুয়্যাত প্রাপ্তির আগে নিজ জাতির নিকট "আল আমিন" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন, আল্লাহ তায়া'লা তার গুন বর্ণনা করে বলেনঃ {আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।} [কালমঃ ৪]

এসব নবী রাসুলগণ যদিও সর্বোত্তম গুনের অধিকারী ছিলেন কিন্তু তারা সকলেই মানুষ ছিলেন, মানুষের সব ধরণের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। তারা ক্ষুধার্ত হতেন, রোগাক্রান্ত হতেন, খেতেন ও ঘুমাতেন, বিবাহ করতেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।} [রা'দঃ ৩৮]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে।} [যুমারঃ ৩০]

আল্লাহ তায়া'লা তাঁর রাসুল মুহাম্মদ [সাঃ] সম্পর্কে বলেনঃ {আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন।} [আহযাবঃ ৩৭]

এজন্যই তারা নির্যাতিত হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন এমনকি নিজ দেশ থেকেও বিতাড়িত হয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর কাফেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য তখন তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, আল্লাহও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর ছলনা সবচেয়ে উত্তম।} [আনফালঃ ৩০]

https://www.path-2-happiness.com

নবী রাসুলের আলামত ও লক্ষণসমূহঃ

কিন্তু দুনিয়া ও আখেরাতের শেষ পরিণাম, সাহায্য ও বিজয় তাদেরই হয়েছে। আলাহ তায়া'লা যাদেরকে বান্দাহদের কাছে নবী রাসুল করে পাঠিয়েছেন তাদেরকে চেনা ও তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য অবশ্যই কিছু দলিল-প্রমাণ ও লক্ষণ থাকতে হবে। এগুলো প্রমাণ করবে যে, তারা আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত, যাতে তারা মানুষের বিপক্ষে কিয়ামতের দিনে সাক্ষ্য দিতে পারেন। আর তাদেরকে সত্যায়ণ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেন মানুষের কোন ওযর না থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি।} [হাদীদঃ ২৫]

নবী রাসুলের সত্যতা প্রমাণে অনেক দলিল প্রমাণ ও আলামত রয়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো হলোঃ

১- আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুলদেরকে মুজিযা ও নিদর্শন দিয়ে শক্তিশালী করেন। মুজিযা হলো, আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুলদের মাধ্যমে এমন সব অলৌকিক ঘটনা ঘটান যা বিশ্বের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ও মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যেমনঃ মূছা [আঃ] এর লাঠি, যা

https://www.path-2-happiness.com/bn

সাপে পরিণত হত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মূসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি? তিনি বললেনঃ এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজ ও চলে। আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। আল্লাহ বললেনঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শন রূপে; কোন দোষ ছাড়াই। এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই।} [ত্বহাঃ ১৭-২৩]

https://www.path-2-happiness.com/bn

ঈসা [আঃ] এর মু'জিযা ছিল তিনি কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীকে আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থ করতেন। আল্লাহ তায়া'লা মারিয়ামের [আঃ] ভাষায় ঈসা [আঃ] এর জন্মের সুসংবাদ সম্পর্কে এভাবে বলেনঃ {তিনি বললেন, পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি। বললেন এ ভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত, ইঞ্জিল। আর বণী ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমুহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা-তাঁর এবাদত কর, এটাই হলো সরল পথ। } [আলে ইমরানঃ ৪৭-৫১]

চিরন্তন অলৌকিক ঘটনা

মুহাম্মদের সঃ এর আগের নবীদের মুজিযাগুলো বাস্তবে ছিল সাময়িক। পক্ষান্তরে আমরা কোরানকে বলতে পারি চিরন্তন মুজিযা। কারণ তার প্রভাব সার্বক্ষণিক ও বিরামহীন। যে কোন মুমিন সহজেই আল্লাহর কিতাব শুধু তেলাওয়াত করেই সে মুজিযা অনুধাবন করতে পারবে। এ মুজিযাতেই আমরা খুঁজে পাই ইসলাম যে বিপুল প্রসার লাভ করেছে এর গ্রহণযোগ্য কারণ। যার কারণ ইউরোপীরা জানে না। কারণ তারা কোরআন জানে না। কিংবা তারা প্রাণহীন কিছু তর্জমা থেকে কোরআন শিখে। তা ছাড়া অনুবাদে সুক্ষ্মতার অভাব তো আছেই।

এটিন ডেন

ফরাসি চিত্রশিল্পী এবং চিন্তাবিদ

https://www.path-2-happiness.com/bn

আর মুহাম্মদ [সাঃ] এর সবচেয়ে বড় মুজিযা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন। যদিও তিনি আক্ষরিক অর্থে নিরক্ষর ছিলেন, লেখাপড়া জানতেননা। অথচ কোরআনের মত মহাগ্রন্থ তিনি আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে আসেন, এটাই তার সবচেয়ে বড় মুজিযা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।} [বনী ইস্রাইলঃ ৮৮-৮৯]

এছাড়াও নবী রাসুলদের অসংখ্য মু'জিযা রয়েছে। নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি তিন ধরণের মু'জিযা দান করেছেনঃ জ্ঞান, কুদরত ও সম্পদ। ইলম ও জ্ঞানের মধ্যে রয়েছেঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অদৃশ্য সম্পর্কে সংবাদ দেয়া, যেমনঃ ঈসা [আঃ] এর জাতিরা কি খেয়েছে ও কি ঘরে জমা করে রেখেছে তা তিনি বলে দিতে পারতেন। আমাদের রাসুল [সাঃ] পূর্ববর্তী উম্মতের সম্পর্কে নানা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি কিয়ামতের আলামত ও ফিতনা সম্পর্কে যে সব সংবাদ দিয়েছেন। কুদরতের মধ্যে রয়েছেঃ লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীকে আরোগ্য করা, মৃত্যুকে জীবিত করা, রাসুল [সাঃ] কে মানুষের সব ধরণের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে রসূল, পৌছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।} [মায়েদাঃ ৬৭]

সত্য খ্রিষ্টান ধর্ম

যীশুর অগ্রসুসংবাদ মোতাবেক মুহাম্মদ সঃ খৃষ্টান ধর্মকে এর যে আসল বিশুদ্ধ রূপে পুনস্থাপন করতে চেয়েছিলেন, তা পোলসের ছড়ানো গোপন দীক্ষা ও বিভিন্ন খৃষ্টান পক্ষপাতী কর্তৃক অনুপ্রবেশ ঘটানো জঘন্য অনেক ভুল ভ্রান্তির পরিপন্থী। মুহাম্মদের পরম ইচ্ছা ও আকাংখা ছিল ইব্রাহীমী ধর্মের বরকত শুধু তার কাওমের জন্যই যেন সীমিত না হয়, বরং এ বরকত যেন সব মানুষকে শামিল করে। তার ধর্মের মাধ্যমেই মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ সুপথে আসে এবং সভ্য হয়। এ ধর্মের আবির্ভাব না হলে তারা অসভ্যতা ও মুর্খতার মাঝেই নিমজ্জিত থাকত। ইসলাম ধর্মে আচরিত এই ভ্রাতৃত্বও তাদের মাঝে সৃষ্টি হত না।

লেইটনে

ইংরেজ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

উক্ত তিন ধরণের মু'জিযা – ইলম, কুদরত ও সম্পদ- কোনাটাই আল্লাহর হুকুম ছাড়া সংঘটিত হতনা।

২-পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক পরবর্তী নবীগণের আগমনের সুসংবাদ দেওয়াঃ

নবীদের নবুয়্যাতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ হলো, পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক পরবর্তী নবীগণের আগমনের সুসংবাদ দেওয়া। আল্লাহ তায়া'লা প্রত্যেক নবী রাসুলের থেকে অঙ্গিকার নিয়েছেন যে, মুহাম্মদ [সাঃ] যদি তাদের জীবদ্দশায় প্রেরিত হয় তবে তার উপর ঈমান আনবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর আল্লাহ যখন নবীগনের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করেছি'। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।} [আলে ইমরানঃ ৮১]

৩- নবী রাসুলদের আচরণবিধি ও দৃষ্টিভঙ্গিঃ

নবী রাসুলগণ স্বজাতির সাথে মেলামেশা ও লেনদেন করতেন। এভাবে তারা মানুষকে তাদের জীবনচরিত শিক্ষা দিতেন। তাদের সততা তারা বুঝতে পারত। যখন লোকজন পূতঃপবিত্র মারিয়াম ও তার পুত্র ঈসা [আঃ] সম্পর্কে অপবাদ দিতে লাগল তখন আল্লাহ তায়া'লা তাদের সততা প্রকাশ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারূণ-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী। অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।} [মারইয়ামঃ ২৭-৩৩]

এভাবেই ঈসা [আঃ] দোলনায় কথা বলেছেন। কুরাইশরা নবুয়াতের পূর্বে মুহাম্মদ [সাঃ] কে তার সততা ও আমানতদারীতার জন্য "আল আমিন" বলে ডাকত, আল কোরআন রাসুলের সত্যতা প্রমাণে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছে। কেননা রাসুলের [সাঃ] জীবন চরিত্রই হলো সবচেয়ে বড় মু'জিযা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দাও, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরেকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না?} [ইউনুসঃ ১৬]

সত্যের সাক্ষ্য

মুহাম্মাদ কোন দিন কোন ঐশ্বরিক বিশেষণ কিংবা অলৌকিক শক্তি নিজের সম্বন্ধে যুক্ত করেননি। বিপরিতে তিনি উৎসাহী ছিলেন এ বক্তব্যে যে, তিনি শুধু রাসুল, আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিগঠিত করেছেন মানুষের কাছে তার অহী পৌঁছানোর জন্য।

রম লান্ড

ইংরেজি প্রস্তর শিল্পী ও সমালোচক

৪- রাসুলদের দাওয়াত পর্যবেক্ষণঃ

নবীদের সত্যতার আরেকটি প্রমাণ হলো সব নবী রাসুলের দাওয়াতের মূল ছিল একই। সব নবী রাসুলগণ তাওহীদের দিকে ডেকেছেন। কেননা ইহাই মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য, রাসুলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য ইহাই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।} [আম্বিয়াঃ ২৫]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম এবাদতের জন্যে?} [যুখরুফঃ ৪৫]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ{আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।} [নাহলঃ ৩৬]

শুধু আল্লাহর জন্য

মুহাম্মদ আরব দ্বীপের নেতা হয়েও কোন লকব ধারণের চিন্তা করেননি। কোন লকব দ্বারা ফায়েদা হাসিলের চেষ্টা করেননি। বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং মুসলিমদের খাদেম এতেই পরিতৃপ্ত ছিলেন। তিনি নিজের ঘর নিজেই সাফ করতেন। নিজ হাতেই জুতা মেরামত করতেন। প্রবাহিত বাতাসের মত মহতপ্রাণ সৎকর্মশীল ছিলেন তিনি। কোন হত দরিদ্র তার দারস্থ হলে নিজের কাছে যা থাকত তাই তাদেরকে দান করতেন। অথচ তার কাছে যা থাকত তা অধিকাংশ সময় নিজের জন্যও পর্যাপ্ত হতোনা।

ইভলান কোবল্ড

ইংরেজ নাবীলা

এদিকেই মুহাম্মদ [সাঃ] তার উম্মতকে ডেকেছেন, রাসুলগণ মানুষের মতই মানুষ, তবে তাদেরকে ওহীর মাধ্যমে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুনঃ আমি ও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।} [কাহফঃ ১১০]

অতএব, তারা ক্ষমতা বা পদের জন্য লোকদেরকে ডাকতেননা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আপনি বলুনঃ {আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিনঃ অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না?} [আন'আমঃ ৫০]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

তারা দাওয়াতের বিনিময়ে লোকদের থেকে কিছুই প্রত্যাশা করতেননা। আল্লাহ তায়া'লা তার নবী নুহ, হুদ, সালেহ, লুত ও শোয়াইব [আঃ] সম্পর্কে বলেন, তারা তাদের জাতিকে বলেছিলেনঃ [আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন।} [শুয়ারাঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০]

মুহাম্মদ [সাঃ] তার জাতিকে বলেছিলেনঃ {বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই।} [ছোয়াদঃ ৮৬]

৫- আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ঃ

নবী রাসুলদের সত্যতার আরেকটি প্রমাণ হল, আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে সাহায্য করেন ও তিনি নিজেই তাদেরকে হিফাযত করেন। কেননা একজন যদি দাবী করে যে, সে আল্লাহর নবী বা রাসুল আর আল্লাহ পাক যদি তাকে সাহায্য ও হেফাযত না করে তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব! বরং তাদের প্রয়োজনে আল্লাহ তায়া'লা তার আযাব ও শাস্তিও প্রেরণ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না।} [নাহলঃ ১১৬]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা।} [আল হাক্কাঃ ৪৪-৪৬]

আমি তোমাদের মতই এক জন মানুষ মাত্র

মুহাম্মদ আসলে এক জন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তিনি না হলে ইসলাম ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করত না। তিনি নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করেছেন তিনি অন্যদের মত মানুষ। তার শেষ হল মৃত্যু। তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা ও মার্জনা প্রার্থণা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি যে কোন বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তা থেকে নিজেকে পবিত্র করার জন্য মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিলেনঃ হে মানব সকল, আমি যদি কাউকে প্রহার করে থাকি তাহলে এই আমার পিঠ, প্রতিশোধ নিয়ে নাও, আর যদি কারো মাল ছিনিয়ে থাকি তাহলে আমার মাল তার মালিকানাধীন।

হেনরি সিরোয়া

ফরাসি প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

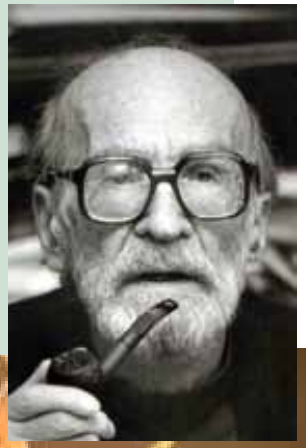

রাসুলদের দাওয়াতের মূলনীতিঃ

মূলনীতির দিকে বিবেচনায় সব নবী রাসুলগণের দাওয়াত একই ছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।} [শুরাঃ ১৩]

এজন্যই সব আম্বিয়াদের ধর্ম এক ছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে রসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন।} [মু'মিনুনঃ ৫১-৫২]

যদিও তাদের শরিয়ত ভিন্ন ছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।} [মায়েদাঃ ৪৮]

যদি তাদের শরিয়ত মূলনীতির বিপরীত হত তাহলে আল্লাহর হিকমত, উদ্দেশ্য ও তার দয়া থেকে বেরিয়ে যেত, তাই এক নবী যে উসুল নিয়ে এসেছেন অন্য নবী আরেক উসুল নিয়ে আসা অসম্ভব। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত।} [মু'মিনুনঃ ৭১]

যে সব বিষয়ে সব নবী রাসুলগণ একমত ছিলেন তা হলোঃ

আল্লাহর প্রতি ঈমান, তার ফেরেশতা, কিতাব, নবী রাসুলগণ, আখেরাত, তাকদীরের ভাল মন্দের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।} [বাকারাঃ ২৮৫]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

এক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ যার কোন শরিক নেই, স্ত্রী, ছেলে সন্তান, অংশীদার, সমকক্ষ, মূর্তিপূজাঁ, দেবদেবীর পূজাঁ আর্চণা থেকে তাঁকে পুতঃপবিত্র মনে করা আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর। }[আম্বিয়াঃ ২৫]

এমনিভাবে তার দেয়া সরল সঠিক পথে চলার নির্দেশ, ভিন্ন ও বক্র পথে না চলা, অঙ্গিকার পূরণ, ওজন ও হিসেবে সঠিকভাবে দেয়া, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করা, কথা ও কাজে সততা বজায় রাখা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরণের অশ্লীল কাজ বর্জন, সন্তানদেরকে হত্যা না করা, অধিকার ছাড়া কাউকে হত্যা না করা, সুদ ও ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ না করা, অপচায় না করা, অহংকার না করা, অসৎভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাস না করা।

পরকালের প্রতি ঈমান আনা, প্রত্যেক মানুষই অনিবার্যভাবে জানে যে, কোন একদিন সে মৃত্যু বরণ করবে, কিন্তু মরণের পরে তার গন্তব্য কোথায়? সে কি সুখী হবে নাকি হতভাগা হবে? সব আম্বিয়া ও রাসুলগণ তার জাতিকে একথা বলেছেন যে, তারা মৃত্যুর পরে আবার পুনঃজীবিত হবে, সবাই নিজ কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে। ভাল কাজের ভাল প্রতিদান আর খারাপ কাজের খারাপ প্রতিদান পাবে। মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান ও হিসেবের ব্যাপারটা সুস্থ মস্তিষ্ক ও বিবেক স্বীকার করে। এ ব্যাপারটা আসমানী শরিয়ত শুধু জোড়ালোভাবে সমর্থন করে। সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞ সৃষ্টিকর্তা কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করে খামাখা ছেড়ে দেননি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দূর্ভোগ অর্থাৎ জাহান্নাম।}[ছোয়াদঃ ২৭]

বরং তাদেরকে একটা মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।}[যারিয়াতঃ ৫৬]

তাই এ মহাবিজ্ঞ স্রষ্টার জন্য এটা ঠিক হবেনা যে, যারা তার অনুগত আর যারা তার অবাধ্য সকলকে সমানভাবে ছেড়ে দিবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেব? না খোদাভীরুদেরকে পাপাচারীদের সম্মান করে দেব।}[ছোয়াদঃ ২৮]

এজন্যই তার পূর্ণ হিকমত ও মহাকুদতের বহিঃপ্রকাশ হলো কিয়ামতের দিনে সব সৃষ্টিকুলকে পুনঃরায় জীবিত করবেন, যাতে প্রত্যেকে যার যার কর্মের প্রতিফল ভোগ করতে পারে, ফলে সৎকর্মশীল পুরুষ্কার ও অন্যায়কারী আযাব ভোগ করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {[তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার আবার পুনর্বার তৈরী করবেন] তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রনাদায়ক আযাব এ জন্যে যে, তারা কুফরী করছিল।}[ইউনুসঃ ৪]

https://www.path-2-happiness.com/bn

এজন্যই মৃত্যুর পরে হিসেব নিকাশের জন্য আবার জীবিত করা আল্লাহর পক্ষে আরো সহজতর, তিনি কি আসমান জমিন সৃষ্টি করেননি?! তিনি যখন সৃষ্টিকূল কোন নমুনা ছাড়া প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, পুনঃরায় সৃষ্টি করা কি তার পক্ষে সম্ভব নয়?! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।}[আহক্বাফঃ ৩৩]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ তিনি মহাস্রষ্টা,সর্বজ্ঞ।}[ইয়াছিনঃ ৮১]

প্রথম সৃষ্টিকারীর পক্ষে পুনঃরায় সৃষ্টি করা অধিকতর সহজ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।}[রূমঃ ২৭]

বরং আল্লাহর আদেশে ইবরাহিম [আঃ] এর সামনে মৃত্যু ব্যক্তি দুনিয়াতেই জীবিত হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞান সম্পন্ন।}[বাকারাঃ ২৬০]

বরং ঈসা [আঃ] এর দ্বারা আল্লাহর আদেশে একাজ সংঘটিত করে দেখিয়েছেন, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ যখন আল্লাহ বলবেনঃ

আসল নির্ভেজাল

ইসলাম মুহাম্মদের নিজের পক্ষ থেকে আগত কোন নতুন ধর্ম নয়। বরং যখন যীশুর আকাশে উত্তোলনের ছয়শ বছর পর জমিনে সে দ্বীন প্রচার হল, তখন তা সে অহি প্রচার করেছে যা সাবেক সব আসমানী ধর্মের মাঝে ছিল। তিনি তাকে তার নির্ভেজাল আসল রূপে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং আল্লাহ যত নবী পাঠিয়েছেন সবাই মুসলিম ছিলেন এবং তাদের বার্তাও সর্বদা এক ছিল।

ডেবোরা পটার

আমেরিকান মহিলা সাংবাদিক

https://www.path-2-happiness.com/bn

{হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বললঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।} [মায়েদাঃ ১১০]

সত্য তাওহীদ

রাসুলে আরাবী মুহাম্মদ সঃ তার রবের সাথে নিজের গভীর সম্পর্কের ফলে উদ্দীপক কণ্ঠে আহবান করেছিলেন মুর্তি পূজক ও বিকৃত ধর্মের অনুসারী ইহুদি নাসারাদেরকে বিশুদ্ধতম একত্ব বাদের আকিদার দিকে। সৃষ্টি কর্তার সাথে অন্য উপাস্যের অংশিদারিত্বের দিকে ধাবিত করে মানুষের এমন কিছু পশ্চাতমুখিতার সাথে উম্মুক্ত লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

লোরা ভিসিয়া ভাগ্লেরী
ইতালিয়ান মহিলা প্রাচ্যবিদ

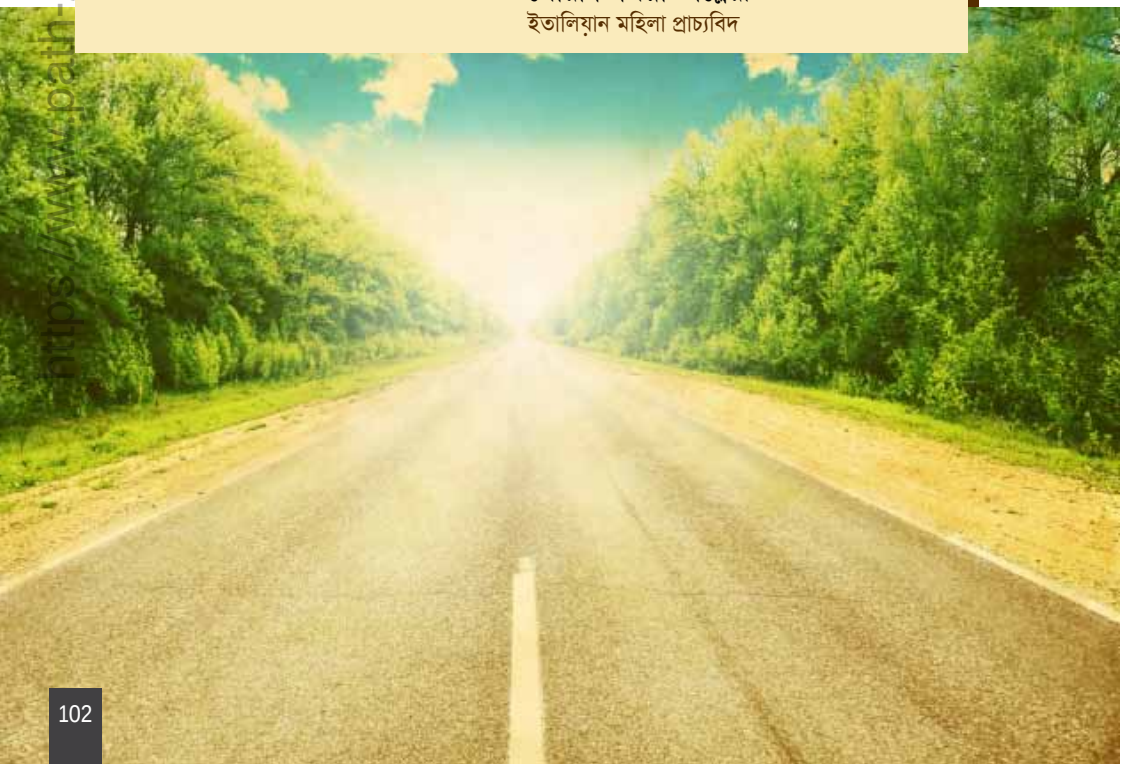

https://www.path-2-happiness.com/bn

উচ্চ সাহসী নবী রাসুলগণের ইতিহাস

মানুষ প্রথমে হেদাতেতের উপরই ছিল, অতপর তারা পরস্পরে বিরোধ করে, ফলে তাদেরকে শিক্ষাদীক্ষা ও আখেরাতের ভয় প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুল প্রেরণ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।} [জুম'আঃ ২]

কিন্তু লোকজন রাসুলদের দাওয়াতে দু'ভাগ হয়ে যায়, একদল রাসুলদেরকে বিশ্বাস করেন, তাদের উপর ঈমান আনেন, অন্যদল তাদেরকে মিথ্যারোপ করেন, তাদের প্রেরিত বিষয়ে অস্বীকার করেন। তারা সীমালঙ্ঘন করে নবী রাসুলদেরকে মিথ্যারোপ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন।} [বাকারাঃ ২১৩]

তারা অহংকারবশত ও নফসের কুপ্রবৃত্তির অনুসারে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।} [বাকারাঃ ৮৭]

https://www.path-2-happiness.com/bn

অথচ আল্লাহ তায়া'লা তাদের সকলের উপর ঈমান আনতে নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {[তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।}[বাকারাঃ ১৩৬]

তিনি অঙ্গিকার করেছেন, যারাই রাসুলদের উপর ঈমান আনবে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও সফলতা পাবে। আর যারা তাদেরকে অস্বীকার করবে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ ও দুর্ভাগা হবে। যারা ঈমান এনেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।}[মায়েদাঃ ৫৬]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়। যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তণস্থল।}[রা'দঃ ২৮-২৯]

আর যারা কুফুরী করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল।}[নূরঃ ৫৭]

প্রত্যেক নবীরই শত্রুছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রুকরেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না।}[আন'আমঃ ১১২]

মিথ্যাবাদীরা নবীদেরকে অহহেলা, শত্রুতা, অবজ্ঞা, ব্যঙ্গ ও উপহাস করেছে, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেননি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাকেনি।}[হিজরঃ ১১]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখনই তাদের কাছে কোন রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে।}[যুখরুফঃ ৭]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।}[আন'আমঃ ১০]

তারা নবীদেরকে দেশ থেকে ত্যাগ বা ধর্ম ত্যাগের হুমকি দিয়েছে, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিলঃ আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব।}[ইবরাহীমঃ ১৩]

এমনকি তাদের হুমকি হত্যা পর্যন্ত পৌঁছেছে, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল}[সূরা আল-মু'মিনঃ ৫]

অর্থাৎ তাদেরকে হত্যার চেষ্টা করে, এমনকি কতিপয় আম্বিয়াকে হত্যাও করা হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ{অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।}[বাকারাঃ ৮৭]

আল্লাহ তায়া'লা মিথ্যাবাদীদেরকে ধ্বংস করেছেন, তিনি নবীদের ধর্মকে বিজয়ী করেছেন, যেমন আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।}[মুজাদিলাঃ ২১]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমার রাসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়।}[ছফফাতঃ ১৭১-১৭২]

তিনি নবী রাসুলদেরকে রক্ষা করেছেন, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি।}[নামলঃ ৫৩]

মার্সেল বয়যার্ড
ফরাসি চিন্তাবিদ

একই প্রদীপ থেকে...

আগের সব আসমানি ধর্ম বাতিল করা মহাম্মদ সঃ এর ধর্মের বিষয় ছিলনা। বরং তা আসমানী গ্রন্থ সমূহে যে বিকৃতি ও লঙ্ঘন যুক্ত হয়েছে তা শুদ্ধ করে সে সব গ্রন্থকে স্বীকৃতি দেয়। সাবেক সব রাসুলের শিক্ষাকে সব ধরণের অসামাঞ্জস্যতা থেকে পরিশুদ্ধ করা এবং এতে সম্প্রসারণ ও পুর্ণতা দান করা তার দায়িত্ব। যাতে তা স্থান কাল নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও সাবধানে চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম।} [ফুসসিলাতঃ ১৮]

প্রত্যেক নবী তার স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসেছেন, তাদের যা উপযোগী তা নিয়ে ও তাদেরকে পবিত্র করতে। যে ব্যক্তি কোন একজন রাসুলকে অস্বীকার করল সে যেন সব রাসুলকেই অস্বীকার করল, অতঃএব যে ঈসা [আঃ] এর উপর ঈমান আনলনা, সে মূলত মূছা [আঃ] এর উপরও ঈমান আনেনি, আর মুহাম্মদ [সাঃ] এসেছেন ঈসা ও মূছা [আঃ] এর শরিয়তকে রহিত করতে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।} [মায়েদাঃ ৪৮]

আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ [সাঃ] এর উপর ঈমান আনলনা সে মূলত ঈসা [আঃ] এর উপরও ঈমান আনেনি।

খাতেমুন্নাবীয়্যীন ও মুরসালীন সব জাতি ও সবযুগের নবী হওয়া জরুরী, তিনি কোন সময় বা জাতির জন্য নির্দিষ্ট নয়, তা না হলে মানবজাতি অহীর মর্যাদা হারাবে, মুহাম্মদ [সাঃ] ছিলেন খাতেমুন্নাবীয়্যীন ও মুরসালীন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।} [আহযাবঃ ৪০]

https://www.path-2-happiness.com/bn

মানব ইতিহাসই হলো নবী রাসুলদের ইতিহাস!

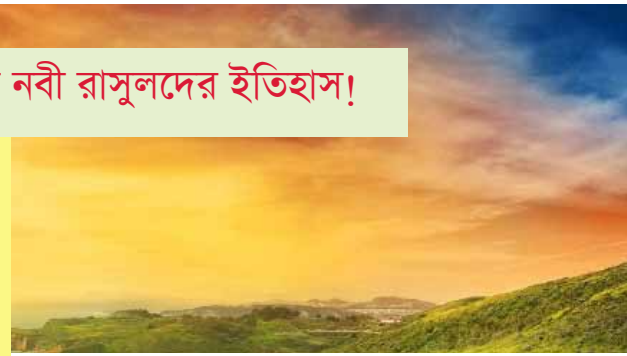

আমরা তাদের কারো মাঝে কোন পার্থক্য করিনা

আল কোরআনই এক মাত্র গ্রন্থ যা অন্য সব আসমানী কিতাবের স্বীকৃতি দেয়। পক্ষান্তরে দেখতে পাই অন্য সব গ্রন্থ একে অপরকে অস্বীকার করে।

বশির চাঁদ

ভারতীয় ধর্মপ্রচারক

আমরা আল্লাহ তায়া'লার মানব সৃষ্টির ইতিহাস থেকে শুরু করে আদম [আঃ] কে জান্নাত থেকে বের করে জমিনে পাঠানো পর্যন্ত আলোচনা করব। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ {আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ [সেগুলো ব্যতীত] নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তারপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর! এবং যখন আমি হযরত আদম [আঃ]-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে [নির্দেশ] পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের

https://www.path-2-happiness.com/bn

অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে। অতঃপর হযরত আদম [আঃ] স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি [করুণাভরে] লক্ষ্য করলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না [কোন কারণে] তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অন্তকাল সেখানে থাকবে।} [বাকারাঃ ৩০-৩৯]

তন্মধ্যেঃ

অতঃপর মানুষ যখন পরস্পরে বিরোধ করতে শুরু করল, সত্য ও হেদায়েত থেকে দূরে সরে যেতে লাগল, তখনই আল্লাহ তায়া'লা ধারাবাহিকভাবে নবী রাসুলদেরকে তার শরিয়ত নিয়ে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।} [শুরাঃ ১৩]

হযরত ইদ্রিস [আঃ] থেকে শুরু করে নুহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, মূছা , ঈসা ও মুহাম্মদ [সালাওয়াতুল্লাহি আলাহিম আজমাইন] পর্যন্ত আল্লাহর সব নবী রাসুলরা একের পর এক ধারাবাহিকভাবে এসেছেন।

আল্লাহ তায়া'লা তাদের কাহিনী আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। এখানে কিছু কাহিনী উল্লেখ করব, কেননা তাদের কাহিনীগুলোতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত।} [ইউসুফঃ ১১১]

১- নূহআলাহিস সালামঃ

তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ইতিপূর্বে ঈমানদার ছিলেন, এক আল্লাহর ইবাদত করত, পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন, তারা ভাল কাজ করতেন, সে সব লোক মারা গেলেন। লোকজন তাদের সততা ও আখলাকের কারণে চিন্তিত হলেন। তারা সে সব লোকের মূর্তি বানালো, তারা তাদের নামকরণ করলঃ ওয়াদ, সুয়া'হ, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নসর ইত্যাদি। লোকজন এ সব মূর্তির কথা ভুলে গেল, তারা এগুলোকে সে সব মৃত্যু সৎ লোকের চিহ্ন হিসেবে গণ্য করতে লাগল। শহরের লোকজন ঐ সব মৃত্যু ব্যক্তিদের সম্মানে এসব চিত্রগুলোকে সম্মান করতে লাগল। এভাবে যুগের পর যুগ চলতে লাগল, এক সময় পিতাদের মৃত্যু হলো ও সন্তানেরা বৃদ্ধ হলো, তারা এসব মূর্তিগুলোকে আরো সম্মান করে নিজেদের কাছে নিয়ে এলো, তাদের সামনে রাখল, এভাবে মূর্তিগুলো ঐ সম্প্রদায়ের নিকট অনেক সম্মানের পাত্রে পরিণত হল। এরপর পরবর্তী প্রজন্ম এলো, তারা এসবের ইবাদত করা শুরু করল, বলতে লাগল যে, এসব ইলাহদের সিজদা করতে হয়, তাদের সামনে নতজানু হতে হয়, ফলে তারা সে সবের ইবাদত করত। এভাবেই তাদের অনেকে পথভ্রষ্ট হলো।

এমতাবস্থায় তাদের নিকট হযরত নূহ[আঃ] কে পাঠালেন, তিনি তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, মূর্তির পূজাঁ করতে নিষেধ করলেন, তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহবান করলেন, নূহ[আঃ] জাতির কাছে এসে বললেনঃ {সে বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নেই।} [মু'মিনুনঃ ২৩]

লোকেরা তাঁকে মিথ্যারোপ করল, তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযব থেকে সতর্ক করলেন, তিনি বললেনঃ {আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তি আশংকা করি।} [শুয়ারাঃ ১৩৫]

তারা জবাবে বললঃ {তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বললঃ আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি।} [আ'রাফঃ ৬০]

নূহ[আঃ] তাদেরকে প্রতিউত্তরে বললনেঃ {সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসূল। তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না।} [আ'রাফঃ ৬১-৬২]

নূহ[আঃ] এর কথা শুনে লোকজন আশ্চর্য হলো, তারা বলতে লাগলঃ তুমি তো আমাদের মতই মানুষ, কিভাবে তুমি আল্লাহ নিকট হতে প্রেরিত হলে? আর যে সব লোক তোমার অনুসরণ

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

করে তারা অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোক, আমাদের উপর তাদের কোন মর্যাদা নেই, তুমি আমাদের থেকে বেশি মাল ও সম্মানের অধিকারীও নও, আমরা মনে করি তোমরা যা দাবী কর তা মিথ্যা। সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলতে লাগলঃ {এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাযিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনিনি। সে তো এক উম্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়।} [মু'মিনুনঃ ২৪-২৫]

সম্প্রদায়ের লোকজন একে অন্যকে মূর্তি পূজাঁ করতে উৎসাহিত করলঃ {তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।} [নূহঃ ২৩]

নূহ[আঃ] তাদেরকে বললেনঃ {তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে।} [আ'রাফঃ ৬৩]

নূহ[আঃ] নম্র ও উদারভাবে বলতে লাগলেন, কিন্তু এতে সম্প্রদায়ের লোকদের অহংকারই বৃদ্ধি পেল, কিন্তু তিনি তাদেরকে সব সময় ডাকতে লাগলেন, তিনি বললেনঃ {সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।} [নূহঃ ৫-৭]

https://www.path-2-happiness.com/bn

তাদেরকে সম্ভাব্য সব ধরণের পদ্ধতিতে ডাকলেনঃ {অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।} [নূহঃ ৯-১০]

কেউ কেউ তুচ্ছ ওযরও পেশ করতে লাগল, তারা বললঃ তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা?} [শুয়ারাঃ ১১১]

এদের জবাবে নূহ[আঃ] উদার ও উপদেশের ভাষায় বললেনঃ {নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার?} [শুয়ারাঃ ১১২]

তাদেরকে বললেনঃ {তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে!} [শুয়ারাঃ ১১৩]

নূহ [আঃ] আরো বললেনঃ {আমি মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। [শুয়ারাঃ ১১৪] আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না} [হুদঃ ২৯]

আমি কিভাবে সে সব লোকদেরকে তাড়িয়ে দিব যারা আমার উপর ঈমান আনল, আমাকে সাহায্য করল, আমার দাওয়াতি কাজ প্রসারে সহযোগীতা করল। তিনি তাদেরকে বললেনঃ {আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না?} [হুদঃ ৩০]{

{আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।} [শুয়ারাঃ ১১৫]

তিনি ধনী গরিব, সম্মানীত নিম্নশ্রেণী, ছোট বড়, সাদা কালো কোন ভেদাভেদ না করে সব মানুষকে সতর্ক করলেন... তার জাতি যখন তার আনিত সব দলিল প্রত্যাখ্যান করল, তারা জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করার হুমকি দিল। {তারা বলল, হে নূহ যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।} [শুয়ারাঃ ১১৬]

শেষ রেসালাত

মুহাম্মদ তো সেই রাসুল যিনি ইসলাম নিয়ে এসেছেন। এর মাধ্যমে তিনি হন মহা বার্তা বহনকারীদের ধারাবাহিকতার শেষ পর্ব।

উলফ পিয়ার ব্যারন

অস্ট্রিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

https://www.path-2-happiness.com/bn

যখন নূহ [আঃ] নিশ্চিত হলেন যে, তার জাতি যুক্তিসংগত দাওয়াত গ্রহণ করেবেনা, তারা হেদায়েতের পথে চলবেনা, তখন তিনি সীমালংঘনকারীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে দোয়া করতে লাগলেন। {নূহ বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। [শুয়ারাঃ ১১৭] অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মুমিনগণকে রক্ষা করুন।} [শুয়ারাঃ ১১৮]

তিনি স্বজাতিকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখালেন, কিন্তু এতে তাদের কুফুরীই বেড়ে চলল। তারা পরস্পর বললে লাগলঃ {এখন আপনার সেই আযাব নিয়ে আসুন, যে সম্পর্কে আপনি আমাদিগকে সতর্ক করেছেন, যদি আপনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন।} [হুদঃ ৩২]

নূহ [আঃ] তাদেরকে বললেন, আযাবের ব্যাপারটা আমার হাতে নয়। {তিনি বলেন, উহা তোমাদের কাছে আল্লাহই আনবেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন।} [হুদঃ ৩৩] {আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না।} [হুদঃ ৩৪]

তখন আল্লাহ তায়া'লা অহী নাযিল করেন, {যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবেনা এতএব তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না।} [হুদঃ ৩৬]

সব ধরনের দলিল তাদের নিকট পেশ করা হলো, তখন আর কোন ওযর বাকী রইলনা। দাওয়াতী কাজ প্রায় দশ শতাব্দী পর্যন্ত চলল, নূহ[আঃ] তাদের থেকে নিরশ হয়ে গেলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেনঃ {নূহ আরও বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের।} [নূহঃ ২৬-২৭]

দাম্ভিকতা এবং ইতিহাস বিকৃতি

মধ্যযুগে খৃষ্টানেরা মানবজাতির মাঝে উচ্চ-নিম্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবিন্যাস করত। সিফরে কাতবীনে এ ধরণের শ্রেণী বিন্যাসের কথা উল্লেখ আছে। তারা ইহাকে নতুন স্তরে ভাগ করত। তারা বিশ্বাস করত যে, ধর্মযাজকেরা নূহ [আঃ] এর সন্তান সামের বংশধর থেকে, সেনাবাহিনী ও বীরেরা ইয়াফেসের বংশধর থেকে ও গরীব মিসকিনেরা হামের বংশধর থেকে। এমনকি ১৯৬৪ সালে আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ার সিনেটর বার্ড রবার্ট আমেরিকার রাজনীতিতে শ্রেণী বিন্যাসে নূহ [আঃ] এর উক্ত ঘটনাকে তাদের দলিল হিসেবে ব্যবহার করল।

তখন আল্লাহ তায়া'লা তাকে কিস্তি তৈরি করতে বললেন। {অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী কর।} [মু'মিনুনঃ ২৭]

তিনি কিস্তি তৈরি শুরু করলেনঃ {তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রুপ করত।} [হুদঃ ৩৮]

নূহ [আঃ] তাদেরকে শিষ্টাচার ও নরম্ভাভাষায় জবাব দিয়েছেন। {তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রুপ তোমাদের উপহাস করছি।} [হুদঃ ৩৮]

পরে তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় ও হুমকি দিলেন, {অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে-লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে।} [হুদঃ ৩৯]

কাজ দ্রুত এগিয়ে চল, কিস্তি তৈরি শেষ হলো, অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা নূহ [আঃ] কে ঈমানদার ও প্রত্যেক প্রাণী থেকে একজোড়া করে কিস্তিতে উঠাতে নির্দেশ দিলেন। {অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল এবং ভুপৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললামঃ সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদি দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।} [হুদঃ ৪০]

তিনি ঈমানদার ও প্রত্যেক প্রাণী থেকে একজোড়া করে কিস্তিতে উঠালেন। {আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহন কর। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ন, মেহেরবান।} [হুদঃ ৪১]

নূহ [আঃ] যখন ঈমানদার ও প্রত্যেক প্রাণী থেকে একজোড়া করে কিস্তিতে আরোহণ করলেন তখন আকাশ থেকে মুশল ধারে বৃষ্টি ঝড়তে শুরু করল, জমিন থেকে পানি নির্গত হতে লাগল। {তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। এবং ভুমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকম্পিত কাজে। আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে। যা চলত আমার দৃষ্টি সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যখ্যান করা হয়েছিল।} [কামারঃ ১১-১৪]

নূহ [আঃ] তার বেঈমান ছেলেকে দেখল পানিতে ডুবা থেকে ভাগার চেষ্টা করছে, তিনি তাকে ডাকলেনঃ {তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহন কর এবং কাফেরদের সাথে থেকো না।} [হুদঃ ৪২]

তিনি ছেলে ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানাল, বাবার নসিহত শুনলনা, সে নূহ [আঃ] কে এ বলে জবাব দিলঃ {সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।} [হুদঃ ৪৩]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

তখন নূহ [আঃ] তার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকালেন, বললেনঃ {নূহ [আঃ] বল্লেন আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন।} [হুদঃ ৪৩]

এরপরেকিহলো? {এমনসময়উভয়েরমাঝেতরঙ্গআড়ালহয়েদাঁড়াল, ফলেসেনিমজ্জিতহল।} [হুদঃ ৪৩]

নূহ [আঃ] ছেলের প্রতি আসক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে তাকে রক্ষার জন্য দোয়া করতে লাগলেন, যেহেতু আল্লাহ তায়া'লা তার পরিবার পরিজনকে হেফাযত করার ওয়াদা করেছেন। অতঃপর নূহ[আঃ] বললেনঃ {আর নূহ [আঃ] তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন- হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।} [হুদঃ ৪৫]

নবীদেরকে তাচ্ছিল্য করা

নূহ [আঃ] কৃষিকাজ করতেন। তিনি আঙ্গুরের চাষ করতেন। আঙ্গুর থেকে মাদক তৈরি করতেন, তিনি মদ খেতেন ও মাতাল হতেন। তাঁর ছোট ছেলে হাম তাঁকে ভৎসণা করত। একদা মাতাল হলে তিনি উলঙ্গ হয়ে যায়, তখন হামের অন্য দুই ভাই পিতার গায়ে চাদর দিয়ে দেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে তখন হাম যা করেছে তা জানতে পেলেন, তিনি হামের সন্তান কিন'আনকে লা'নাত দেন ও বদদোয়া করেন, তিনি বললেনঃ তাঁর বংশধরেরা দাস হবে। তিনি সাম ও ইয়াফেসকে দোয়া করেন। [দশম সিহাহ]

এ ঘটনার ব্যাখ্যায় তালমূদ বাবেলীতে সিনহাদ্রীন অধ্যয়ের ৭০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, কিনান বা হাম নূহ [আঃ] কে খাসী করে তাঁর সাথে খারাপ কাজ করত। আল্লাহর নবীদের ব্যাপারে এ ধরণের জঘন্য কাজের অপবাদ দেয়া থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

https://www.path-2-happiness.com/bn

তখন আল্লাহ তায়া'লা জবাবে বললেন, তিনি যে পরিবারের ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন তারা হলেন ঈমানদারগণ। {আল্লাহ বলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চই সে দুরাচার!} [হুদঃ ৪৬]

তাই দ্বীনের মধ্যে কোন মধ্যস্থতা নেই যে সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে, এক আল্লাহর উপর ঈমান না আনলে সন্তান হলেও কোন লাভ নেই।

জমিন যখন পানিতে একেবারেই ডুবে গেল, তখন সব কাফির ধ্বংস হলো। {আর নির্দেশ দেয়া হল-হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল।} [হুদঃ ৪৪]

এরপরে জমিন তার পানি শুকিয়ে নিল, আসমানকে বলা হলোঃ {আর হে আকাশ,ক্ষান্ত হও।} [হুদঃ ৪৪]

বৃষ্টি বর্ষণ থামাও, বৃষ্টি থামল। {আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল।} [হুদঃ ৪৪]

যে পাহাড়ে কিস্তি ভিড়ল, তখন নূহ [আঃ] কে আল্লাহ বললেনঃ {হুকুম হল-হে নূহ [আঃ]! আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুণ।} [হুদঃ ৪৮]

নূহ[আঃ] ও ঈমানদারেরা কিস্তি থেকে নামল, তারা শহর গড়ে তুলল, গাছপালা রোপণ করল, যেসব পশুপাখি তাদের সাথে ছিল সেগুলো ছেড়ে দিল, এভাবে জমিন আবাদ করা শুরু করল, লোকজন সন্তান সন্ততি জন্ম দেয়া শুরু করল।

https://www.path-2-happiness.com/bn

২- ইবরাহীম [আঃ]

ইবরাহীম [আঃ] তাওহীদের নবী, তাঁর পুরা জীবনীতে ইহাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা তাঁর গুন বর্ণনা করে বলেনঃ {নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই অনুগত এবং তিনি শেরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।} [নাহলঃ ১২০]

তিনি মুশরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে লালিত পালিত হন, এমনকি তাঁর পিতা ছিলেন একজন মূর্তিপূজঁক, নির্মাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। ইবরাহীম [আঃ] তাঁর পিতা ও জাতির সাথে সংলাপ করেনঃ {স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম পিতা আযরকে বললেনঃ তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট।} [আন'আমঃ ৭৪]

তিনি তাঁর জাতির শিরকীর সব ধরণের দলিল প্রমাণ অস্বীকার করেন ও খন্ডণ করেন, তিনি আল্লাহর নিদর্শনের দিকে তাকিয়ে বলতেনঃ {অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল, বললঃ ইহা আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল।} [আন'আমঃ ৭৬]

অর্থাৎ ডুবে যাওয়া {তখন বললঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল।} [আন'আমঃ ৭৬-৭৭]

সুর্য যখন দিগন্তে উদিত হত তখন কতিপয় লোক তার ইবাদত করত। {বললঃ এটি আমার প্রতিপালক।} [আন'আমঃ ৭৭]

তিনি তাদের এ কাজ অস্বীকার করেন, ইহার পূজা করায় তিনি আশ্চর্য হতেন, দিশেহারা হয়ে তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকতেন, {অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল।} [আন'আমঃ ৭৭]

যখন দিগন্তে অস্ত যেত, তখন তিনি জাতির কাছে গিয়ে বললেনঃ {তখন বলল যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল।} [আন'আমঃ ৭৭-৭৮]

তিনি দেখলেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা সুর্যের সামনে সিজদায় নত হয়ে থাকতঃ {বললঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর।} [আন'আমঃ ৭৮]

তিনি তাদের এ কাজ অস্বীকার করেন, ইহার পূজা করায় তিনি আশ্চর্য হয়ে বলতেন, কিভাবে মানুষ সুর্যকে ইলাহ মানে?!! {অতপর যখন তা ডুবে গেল,} [আন'আমঃ ৭৮]

যখন চোখের সামনে থেকে অস্ত হয়ে যেত, তখন সে সব মূর্তিপুজকদের কাছে গিয়ে

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

বললেনঃ {তখন বলল হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। আমি এক মুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই।} [আন'আমঃ ৭৮-৭৯]

তিনি নম্র, ভদ্র, উদার ও যুক্তির সাথে তার পিতাকে অনেক বুঝালেন, শিরক থেকে বিরত থাকতে বললেন, {হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা,আমি আশঙ্কা করি,দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে।} [মারিয়ামঃ ৪২-৪৫]

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তার পিতার জবাব ছিল খুবই রূঢ়ঃ {পিতা বললঃ যে ইব্রাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।} [মারইয়ামঃ ৪৬]

পিতার সাথে ইবরাহীম [আঃ] এর জবাব ছিল খুবই আদব, দয়া ও নম্রভাবে। {ইব্রাহীম বললেনঃ তোমার উপর শান্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার পালনকর্তার এবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার এবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না।} [মারইয়ামঃ ৪৭-৪৮]

ইবরাহীম [আঃ] তার পিতা ও জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকলেন, শিরক থেকে বিরত থাকতে বললেন, কিন্তু জাতির লোকেরা ইবরাহীম [আঃ] এর দাওয়াতে জবাব দেননি, তারা শিরকেই পড়ে রইল। {তাঁর সাথে তার সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বললঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ; অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না তবে আমার পালকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না? যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় কর,অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ।} [আন'আমঃ ৮০-৮১]

একবার তিনি তাদেরকে বললেনঃ {যখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের এবাদত কর?} [শুয়ারাঃ ৭০]

তারা জবাব দিলঃ {তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি।} [শুয়ারাঃ ৭১] {ইব্রাহীম [আঃ] বললেন, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি? অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?} [শুয়ারাঃ ৭২-৭৩]

তারা জ্ঞানহীন, যুক্তিহীন ও শুধু অন্ধ অনুসরণের ব্যাপারে বোকামী জবাব দিল। {তারা বললঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত।} [শুয়ারাঃ ৭৪]

তিনি তাদেরকে দলিল প্রমাণ, যুক্তিসহকারে একচ্ছত্র তাওহীদের জবাব দিলেন, {ইব্রাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ। তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা? বিশ্বপালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন, যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন, যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন। আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন। হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর। এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর। এবং আমাকে নেয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর। এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম।} [শুয়ারাঃ ৭৫-৮৬]

ঈদের দিনে ঈদের রীতিনীতি পালন করতে সম্প্রদায়ের লোকজন, তাদের রাজা ও শহরের সবাই ময়দানে উপস্থিত হল, কিন্তু ইবরাহীম [আঃ] তাদের সাথে বের হননি, যখন তারা চলে গেলঃ {অতঃপর তারা তার প্রতি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল। অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে, গিয়ে ঢুকল এবং বললঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।} [ছফফাতঃ ৯০-৯৩]

https://www.path-2-happiness.com/bn

তারা ফিরে এসে দেখল, তাদের মূর্তিগুলো ভঙ্গুর, কিভাবে এগুলো ইলাহ হবেন যে নিজে নিজেকেই হেফাযত করতে পারেনা! তারা দ্রুত এসে বললঃ তারা বললঃ {আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিশ্চয়ই কোন জালিম। কতক লোকে বললঃ আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়। তারা বললঃ তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। তারা বললঃ হে ইব্রাহীম তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ?} [আম্বিয়াঃ ৫৯-৬২]

তিনি তাদেরকে অকাট্য দলিলের মাধ্যমে জবাব দিলেনঃ {তিনি বললেনঃ না এদের এই প্রধানই তো একাজ করেছে। অতএব তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে।} [আম্বিয়াঃ ৬৩]

তারা তার দলিলের সামনে নিজেদেরকে নগণ্য মনে করল, {অতঃপর মনে মনে চিন্তা করল এবং বললঃ লোক সকল; তোমরাই বে ইনসাফ। অতঃপর তারা ঝুঁকে গেল মস্তক নত করে, তুমি তো জান যে, এরা কথা বলেনা।} [আম্বিয়াঃ ৬৪-৬৫]

তিনি আরো শক্তিশালী অকাট্য দলিল পেশ করলেনঃ {তিনি বললেনঃ তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকার ও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না?} [আম্বিয়াঃ ৬৬-৬৭]

তারা বিবেক, দলিল, যুক্তি প্রমাণ সব কিছুতে রেহে গিয়ে তার থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইল। {তারা বললঃ একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।} [আম্বিয়াঃ ৬৮]

আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে রক্ষা করলেন। {আমি বললামঃ হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ করে দিলাম।} [আম্বিয়াঃ ৭০]

ইব্রাহীম খলীল আঃ এর সেজদার স্থান ফিলিস্তিনের খলীল নগরীর মসজিদে ইব্রাহীমে অবস্থিত

৩- মূছা [আঃ]

আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে রক্ষা করার পরে তিনি আলোচনা করতে তাদের সম্রাটের নিকট গেলেনঃ {তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইব্রাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যাক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইব্রাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।} [বাকারাঃ ২৫৮]

তার অকাট্য দলিল প্রমাণের সামনে মূর্খ বোকা রাজা জবাব দিলঃ {সে বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি।} [বাকারাঃ ২৫৮]

একজনকে হত্যা করা ও অন্য একজনকে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে যুক্তিহীন জীবন মৃত্যু দানের ব্যাপারে ইবরাহীম [আঃ] যুক্তি তর্ক করতে আসেননি, তাই তিনি বললেনঃ {ইব্রাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সুর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।} [বাকারাঃ ২৫৮]

এবার তার দলিল প্রমাণের সামনে তারা হেরে গেল। এরপরে ইবরাহীম [আঃ] স্বচোক্ষে আল্লাহর কুদরত মৃত্যুকে জীবিত করে দেখতে চাইলেনঃ {আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন; তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও। পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞান সম্পন্ন।} [বাকারাঃ ২৬০]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

আল্লাহ তায়া'লা ইবরাহীম [আঃ] ও তদীয় পুত্র ইসমাইল [আঃ] কে মক্কার কা'বা গৃহকে শিরক ও পৌত্তলিকতা থেকে পবিত্র করতে নির্দেশ দেনঃ {এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ। যখন ইব্রাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তিধান কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা অল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। বললেনঃ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেব, অতঃপর তাদেরকে বলপ্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান। স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিলঃ পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী। দয়ালু।} [বাকারাঃ ১২৫-১২৮]

বনী ইসরাইল নিজেরা কিতাব পাঠ জানতে পারল যে, ইবরাহীমের [আঃ] বংশধর থেকে একজন বালকের আবির্ভাব হবেন যার হাতে মিশরের সম্রাটের ধ্বংস হবে। বনী ইসরাইলের মাঝে এ সুসংবাদ সকলেরই জ্ঞাত ছিল। এ খবর কতিপয় লোকদের মাধ্যমে ফেরাউনের কানে গেল। সে তখন বনী ইসরাইলের সব পুত্র সন্তান হত্যার নির্দেশ দিল, যাতে করে সে সন্তানের আবির্ভাব না হতে পারে। ফলে বনী ইসরাইলরা ফেরাউনের সময় অনেক জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের মাঝে বসবাস করত। {ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দূর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী।} [কাসাসঃ ৪]

আল্লাহ তায়া'লা অসহায় বনী ইসরাইলদেরকে দয়া ও রহমত করতে চাইলেনঃ {দেশে যাদেরকে দূর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার। এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দূর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত।} [কাসাসঃ ৫-৬]

যদিও মূছা [আঃ] এর আবির্ভাব যাতে না হতে পারে সে জন্য ফেরাউন সব ধরণের সতর্কতা অবলম্বন করল, এমনকি তার লোকেরা গর্ভবর্তীদের কাছে গিয়ে প্রসবের সময় সম্পর্কে খবর নিত, অতঃপর যখনই কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করত তখনই তাকে হত্যা করা হত। কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তার কুদরত দেখাতে চাইলেন, তারা যে কারণে ভয় করত তাই তিনি বাস্তবায়ন করে দেখালেন।

মূছা [আঃ] এর জননী যখন তাকে জন্ম দিলেনঃ আমি মূসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব।} [কাসাসঃ ৭]

তিনি তার সন্তানের ব্যাপারে ভীত হলেন, তিনি তাকে একটি কাঠের বাক্সে করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন। {অতঃপর ফেরাউন পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান, ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল।} [কাসাসঃ ৮]

ফেরাউনের স্ত্রীর মনে মূছা [আঃ] এর প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে দেয়া হলো। {ফেরাউনের স্ত্রী বলল,এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না।} [কাসাসঃ ৯]

আর মূছা [আঃ] এর মাঃ {সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্ববাসীগণের মধ্যে। তিনি মূসার ভগিণীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল।}[কাসাসঃ ১০-১১] {পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগিনী বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী? অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।}[কাসাসঃ ১২-১৩]

মূছা [আঃ] অত্যাচারী সীমালঙ্ঘনকারী ফেরাউনের গৃহে বড় হতে লাগলেনঃ {যখন মূসা যৌবনে পদার্পন করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানদান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেখবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্য জন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু বিভ্রান্তকারী। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।}[কাসাসঃ ১৪-১৭]

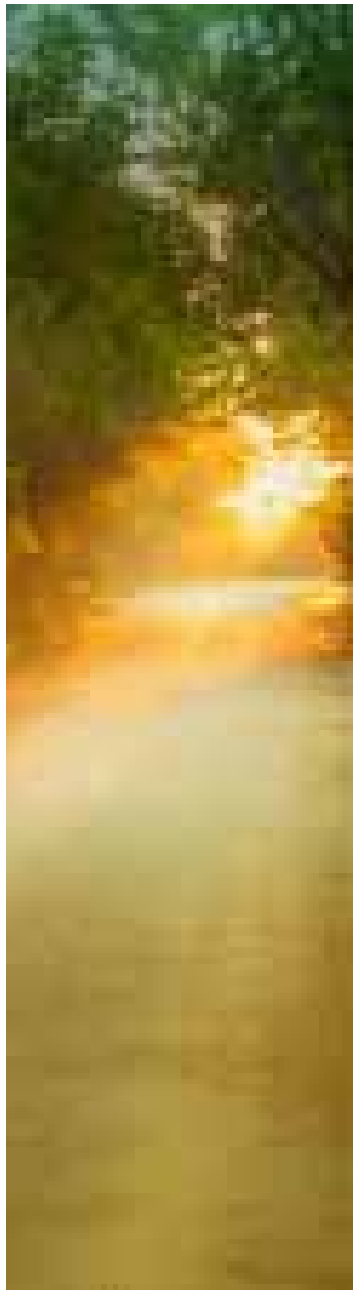

কিন্তু যখন তিনি তার ও বনী ইসরাইলদের শত্রুকে হত্যা করলেনঃ {অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে চিৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলল, গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। এসময় শহরের প্রান্ত থেকে একব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরমর্শ করছে। অতএব, তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর।}[কাসাসঃ ১৮-২১]

তখন তিনি মিশর থেকে মাদায়েনের দিকে রওয়ানা হলেন। {যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।}[কাসাসঃ ২২-২৪]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

দু'কন্যা তাদের পিতা – আল্লাহর নবী শোয়াইব [আঃ]- কে তার কাজ সম্পর্কে অবহিত করলেন, শোয়াইব [আঃ] এক কন্যাকে মূছা [আঃ] এর নিকট পাঠালেন। {অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন,তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন।} [কাসাসঃ ২৫]

মূছা [আঃ] শোয়াইব [আঃ] নিকট এলেন। {অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ।} [কাসাসঃ ২৫]

তার আমানতদারিতা দেখে কন্যাদের একজন বললঃ {বালিকাদ্বয়ের একজন বলল পিতাঃ তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা,আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে,যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।} [কাসাসঃ ২৬]

শোয়াইব [আঃ] মূছা [আঃ] এর কাছে এক কন্যাকে বিবাহ করতে অনুরোধ করলেনঃ {পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহেন তো তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ণ পাবে। মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহর উপর ভরসা।} [কাসাসঃ ২৭-২৮]

মূছা [আঃ] সেখানে চুক্তিকৃত নির্ধারিত দিন কাটিয়ে পরিবার নিয়ে দেশে রওয়ানা হলেনঃ {অতঃপর মূসা [আঃ] যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।} [কাসাসঃ ২৯]

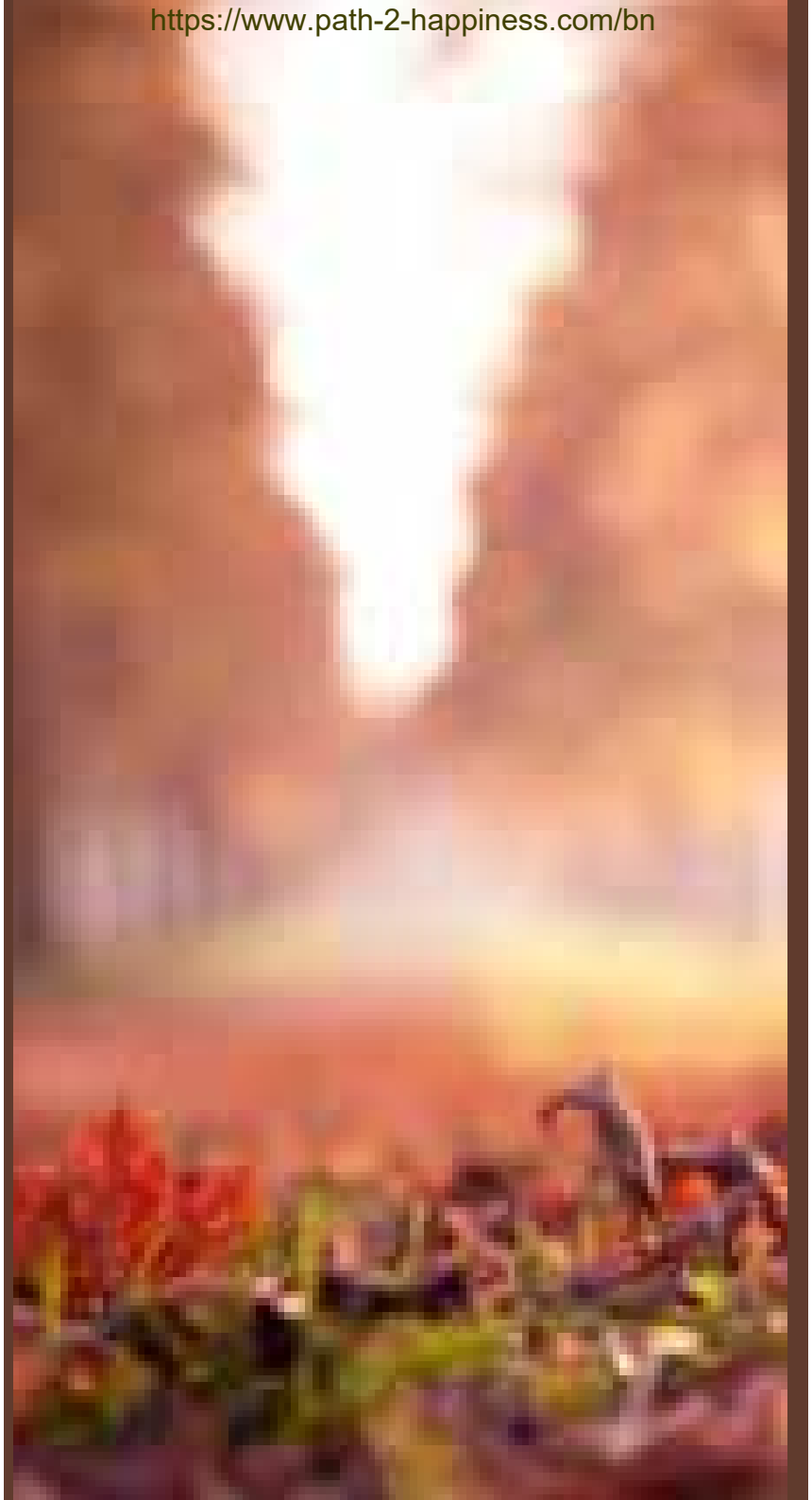

তখন আল্লাহ তায়া'লা তাঁর কাছে ওহী পাঠালেনঃ {যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল, হে মূসা! আমি আল্লাহ, বিশ্ব পালনকর্তা। আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। হে মূসা, সামনে এস এবং ভয় করো না। তোমার কোন আশংকা নেই। তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দু'টি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়।} [কাসাসঃ ৩০-৩২]

কিন্তু মূছা [আঃ] ইতিপূর্বে তার শত্রুকে হত্যার কারণে ফেরাউনের ভয় পাচ্ছিলেন, এছাড়াও তার জিহ্বার জড়তার কারণেওঃ {মূসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমার ভাই হারুণ, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।} [কাসাসঃ ৩৩-৩৪]

তিনি আল্লাহর কাছে তার ভাই হারুন [আঃ] কে সহযোগী হিসেবে চাইলেনঃ {এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করতে পারি। এবং বেশী পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। আল্লাহ বললেনঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল।} [তুহাঃ ২৯-৩৬]

তারা দু'জন যখন ফেরাউনের নিকট গিয়ে , তাকে এক আল্লাহর তাওহীদের দিকে ডাকলেন, যার কোন শরিক নেই, এবং বন্দী বনী ইসরাইলদেরকে মুক্ত করে দিতে বললেন,

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

তাদেরকে ছেড়ে দিতে বললেন যেন তারা নিজেদের ইচ্ছামত প্রভুর ইবাদত করতে পারে, তারা যেন তাওহীদের উপর চলতে পারে ও এক আল্লাহর কাছেই নত শিকার করে, তখন এতে ফেরাউন দম্ভ ও অহংকার করল। সে মূছা [আঃ] এর দিকে অবমাননা ও প্রতিশোধের দৃষ্টিতে তাকিয়েবললঃ {ফেরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। তুমি সেই-তোমরা অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃতঘ্ন।}[শুয়ারাঃ ১৮-১৯]

মূছা [আঃ] তাকে জবাব দিলেনঃ {মূসা বলল, আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম।}[শুয়ারাঃ ২০]

অর্থাৎ আমার উপর অহী নাযিলের আগে। {অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গম্বর করেছেন।}[শুয়ারাঃ ২১]

এরপরে ফেরাউন তাকে [আঃ] লালন পালনে করেছে বলে যে সব দয়ার কথা বললেন তার উত্তরে তিনি বললেনঃ {আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী-ইসলাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ।}[শুয়ারাঃ ২২]

অর্থাৎ আমাকে লালন পালনের সে সব অনুগ্রহের কথা তুমি বললে , আর আমি নিজে বনী ইসরাইলের একজন যাদেরকে তুমি গোলাম করে রেখেছ, তারা তোমার সব খেদমত করতেছে। অতঃপর ফেরাউন মূছা [আঃ] য রবের দিকে ডাকেন সে রবের ব্যাপারে বলতে বললঃ {ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি?}[শুয়ারাঃ ২৩]

মূছা [আঃ] যথাযথভাবে জবাব দিলেনঃ {মূসা বলল, তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।}[শুয়ারাঃ ২৪]

এতে ফেরাউন উপহাস করতে লাগলঃ {ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছনা?}[শুয়ারাঃ ২৫]

কিন্তু মূছা [আঃ] তাঁর দাওয়াত চালিয়ে গেলেনঃ {মূসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা।}[শুয়ারাঃ ২৬]

কিন্তু ফেরাউনের দম্ভ ও অহংকার বেড়েই চললঃ {ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল।}[শুয়ারাঃ ২৭]

কিন্তু আল্লাহর নবী মূছা [আঃ] তার দাওয়াতি কাজ থেকে ক্ষান্ত হননি। {মূসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বোঝ।}[শুয়ারাঃ ২৮]

অত্যাচারী, অহংকারী দাম্ভিক রাজা ফেরাউন যুক্তি তর্ক, বিবেক বুদ্ধি বাদ দিয়ে হুমকি ধমকি দিতে লাগল। {ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।}[শুয়ারাঃ ২৯]

মূছা [আঃ] কে যেভাবে অবমাননা ও উপহাস দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি, তেমনিভাবে ফেরাউনের হুমকি ধমকিও তাকে সে কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। {মূসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি? ফেরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর। অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। আর তিনি তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো। }[শুয়ারাঃ ৩০-৩৩]

ফেরাউন সাধারণ লোকজনের ঈমান আনার ভয় করছিল। {ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর। সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়। অতএব তোমাদের মত কি? তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন। তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকর কে উপস্থিত করে।}[শুয়ারাঃ ৩৪-৩৭]

ফেরাউন সব ধরণের দলিল প্রমাণ ও যুক্তি দেখেও অহংকার ও মিথ্যারোপ করতে লাগল,

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

সে মূছা [আঃ] কে নবী হিসেবে অস্বীকার করলঃ {আমি ফেরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। সে বললঃ হে মূসা, তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্যে আগমন করেছ? অতএব, আমরাও তোমার মোকাবেলায় তোমার নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না একটি পরিষ্কার প্রান্তরে। মূসা বললঃ তোমাদের ওয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হবে। অতঃপর ফেরাউন প্রস্থান করল এবং তার সব কলাকৌশল জমা করল অতঃপর উপস্থিত হল।} [ত্বহাঃ ৫৬-৬০][

মূছা [আঃ] তাদের উপর আল্লাহর গযবের আশঙ্কা করেন। {মূসা [আঃ] তাদেরকে বললেনঃ দুর্ভাগ্য তোমাদের; তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদভাবন করে, সেই বিফল মনোরথ হয়েছে।} [ত্বহাঃ ৬১]

তারা পরস্পরে মতবিরোধ করতে লাগল, কেহ কেহ বলল, ইহা কোন যাদুকরের কথা নয়ঃ {অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল।} [ত্বহাঃ ৬২]

কিন্তু পরিশেষে তারা ফিরে এলো, অধিকাংশ লোক বললঃ {তারা বললঃ এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়। অতএব, তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে।} [ত্বহাঃ ৬৩-৬৪]

{তারা বললঃ হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। মূসা বললেনঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো চুটাছুটি করছে।} [ত্বহাঃ ৬৬]

সাধারণ লোকজন যাদুকরের দ্বারা ফিতনায় পড়তে পারে এ আশঙ্কা মূছা [আঃ] করছিলেন। {অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন।} [ত্বহাঃ ৬৭]

https://www.path-2-happiness.com/bn

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে নির্দেশ দেয়া হলোঃ {আমি বললামঃ ভয় করো না, তুমি বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।} [ত্বহাঃ ৬৮-৬৯]

{তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল।} [আ'রাফঃ ১১৭-১১৮]

মজার ব্যাপার হলোঃ {সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। যিনি মূসা ও হারুনের পরওয়ারদেগার।} [আ'রাফঃ ১১৯-১২২] {অতঃপর যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। তারা বললঃ আমরা হারুন ও মূসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।} [ত্বহাঃ ৭০]

ফলে ফেরাউন বোকার মত আবারো হুমকি ধমকি দিলঃ {ফেরাউন বললঃ আমার অনুমতি দানের পূর্বেই? তোমরা কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে; দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে শূলে চড়াব।} [ত্বহাঃ ৭১]

তাদের জবাব ছিল ফেরাউনের জন্য আরেক বিস্ময় এবং ঈমান কিভাবে ব্যক্তিকে রুপান্তরিত করে তারই এক বর্ণনাঃ {তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। আমরা আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী।} [শুয়ারাঃ ৫০-৫১]

ফেরাউন মু'মিনদেরকে নির্যাতন করতে লাগল। ফলে আল্লাহ তায়া'লা তাকে ও তার লোকজনদেরকে শাস্তি দিলেনঃ {তারপর আমি পাকড়াও করেছি-ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখ তাদের অলক্ষণ যে, আল্লাহরই এলেমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না।} [আ'রাফঃ ১৩০-১৩১]

তারা ঈমান আনেনি, তাওবাও করেনিঃ {তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না। সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ।} [আ'রাফঃ ১৩২-১৩৩]

https://www.path-2-happiness.com/bn

যখন তাদের উপর আযাব আসেঃ {আর তাদের উপর যখন কোন আযাব পড়ে তখন বলে, হে মূসা আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদেগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বনী-ইসরাঈলদেরকে যেতে দেব। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত-যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌছানোর উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।} [আ'রাফঃ ১৩৪-১৩৫]

তারা যখন অঙ্গিকারকৃত কিছুই পালন করেনি, বরং ওয়াদা ভঙ্গ করেছেঃ {সুতরাং আমি তাদের কাছে থেকে বদলা নিয়ে নিলাম-বস্তুতঃ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল।} [আ'রাফঃ ১৩৬]

মিসরবাসীরা তাদের রাজা ফেরাউনের অনুসরণে যখন কুফুরী, দৃষ্টতা ও অহমিকায় বেড়েই চলল, তারা আল্লাহর নবী মুসা [আঃ] এর বিরোধিতা করতে লাগল; অথচ আল্লাহ তায়া'লা মিসরবাসীর নিকট অকাট্য দলিল প্রমাণ পেশ করেন, তাদেরকে এমন মু'জিযা দেখালেন যাতে চক্ষু চমকে যায়, আকল দিশেহারা হয়ে যায়, এতদসত্যেও তারা কুফুরী থেকে ফিরেনি, আল্লাহর পথে আসেনি। ফেরাউনের দলের অল্প সংখ্যক লোক, যাদুকরেরা ও বনী ইসরাইলের সবাই ঈমান আনে। ফেরাউনের অত্যাচার ও নির্যাতনের ভয়ে তাদের ঈমান ছিল গোপনে। আল্লাহ তায়া'লা মুসা ও হারুন [আঃ] কে তাদের জাতির জন্য আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বাড়ি বানানোর নির্দেশ দিলেন, যাতে তাদের বাড়িগুলো ফেরাউনের অনুসারীদের বাড়ি থেকে আলাদা দেখায়, যেন তারা নিজেরা নিজেদেরকে চিনতে পারেন ও আল্লাহর আদেশে দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন এবং যেন সে ঘরে আল্লাহর ইবাদত করতে পারেনঃ {আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাস স্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং নামায কায়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।} [ইউনুসঃ ৮৭]

অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা তার বান্দাহ মুসা [আঃ] কে অহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেনঃ {আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।} [শুয়ারাঃ ৫২]

তখন ফেরাউনের প্রতিক্রিয়া ছিল এরূপঃ অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল, নিশ্চয় এরা [বনী-ইসরাঈলরা] ক্ষুদ্র একটি দল। এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। এবং আমরা সবাই সদা শংকিত।} [শুয়ারাঃ ৫৩-৫৬]

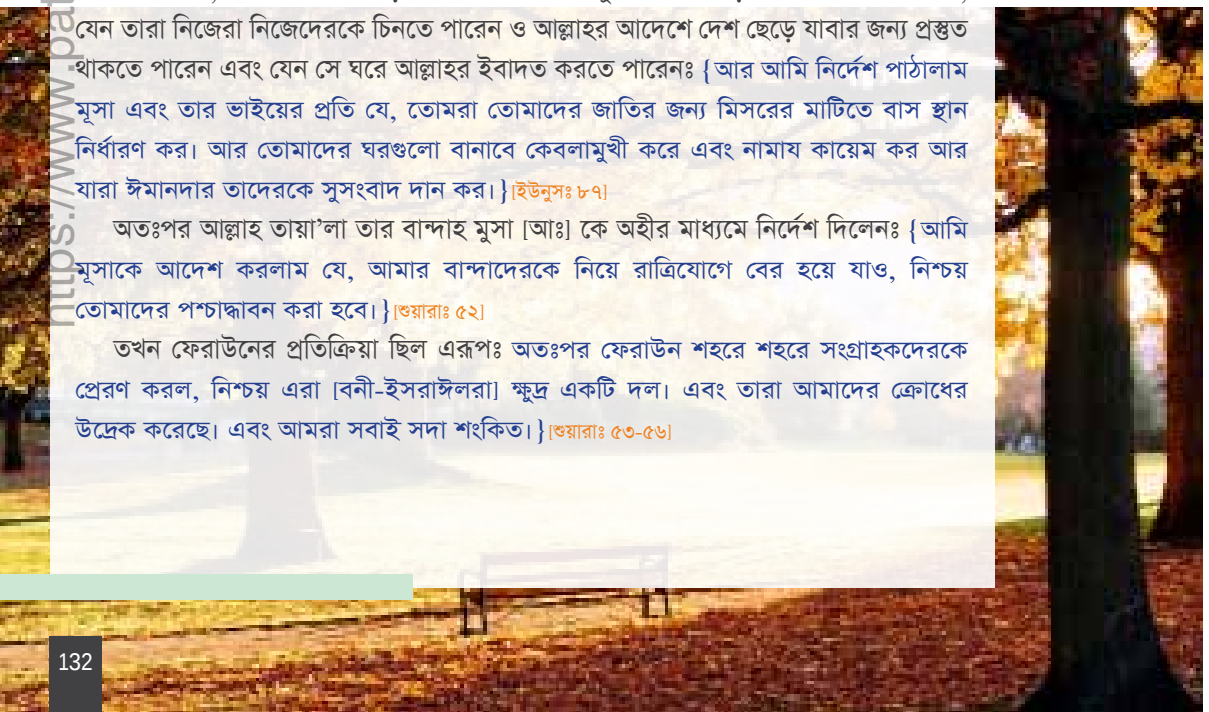

আর আল্লাহ তায়া'লা চাইলেনঃ {অতঃপর আমি ফেরআউনের দলকে তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে বহিষ্কার করলাম। এবং ধন-ভান্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে। এরূপই হয়েছিল এবং বনী-ইসলাঈলকে করে দিলাম এসবের মালিক।} [শুয়ারাঃ ৫৭-৫৯]

তারা বনী ইসরাইলদেরকে ধাওয়া করতে লাগলঃ {অতঃপর সুর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।} [শুয়ারাঃ ৬০]

যখন তারা বনী ইসরাইলকে পেলঃ {যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম।} [শুয়ারাঃ ৬১]

কিন্তু আল্লাহর নবী মুসা [আঃ] এর আল্লাহর উপর ভরসা, তাকে জানা ও তার উপর তাওক্কুলে ভরপূর জবাব ছিল এরূপঃ {মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন।} [শুয়ারাঃ ৬২]

তখন আল্লাহর হেদায়েত ও রহমত নাযিল হলোঃ {অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমূদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম। এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জত কললাম। নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না। আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।} [শুয়ারাঃ ৬৩-৬৮]

এ ভয়ানক অবস্থায়ঃ {আর বনী-ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশে।।} [ইউনুসঃ ৯০]

ফেরাউন তখন মৃত্যু ও ডুবে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলোঃ {এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, কোন মা'বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী-ইসরাঈলরা। বস্তুতঃ আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।} [ইউনুসঃ ৯০]

কিন্তু সে বিলম্ব করে ফেলেছে; ফলে মৃত্যুর কবলে পতিত হলো। {এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে। এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে।} [ইউনুসঃ ৯১]

শত্রুকে ডুবে মারার দ্বারা আল্লাহ পাক বনী ইসরাইলের উপর তার নিয়ামত পূর্ণ করলেন,

https://www.path-2-happiness.com/bn

কিন্তু তারা যখন সমুদ্র পার হয়ে ওপাড়ে গেলঃ {বস্তুতঃ আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনী-ইসরাঈলদিগকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপুজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মূসা; আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে।} [আ'রাফঃ ১৩৮]

অর্থাৎ ফেরাউন ও তার দল থেকে রক্ষা করে আল্লাহ যে অনুগ্রহ করেছেন তা ভুলে গিয়ে তারা এমন অদ্ভুত জিনিস চাইলঃ {তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। এরা যে, কাজে নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে ভুল!} [আ'রাফঃ ১৩৮-১৩৯]

অতঃপর মুসা [আঃ] তার প্রভুর দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনে গেলেনঃ {আর আমি মূসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ন করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুতঃ এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মূসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না।} [আ'রাফঃ ১৪২]

আল্লাহ তায়া'লা মুসা [আঃ] এর সাথে কথা বললেন, তাকে আল্লাহর কালাম ও রিসালাতের মাধ্যমে খাছ করলেন। {[পরওয়ারদেগার] বললেন, হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক।} [আ'রাফঃ ১৪৪]

তাকে কতিপয় উপদেশ ও আল্লাহর আহকাম সম্বলিত তাওরাত দান করেছেন। {আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বপ্রকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও।} [আ'রাফঃ ১৪৫]

যখন মুসা [আঃ] আল্লাহর নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন এবং আল্লাহ তায়া'লা তাকে তাওরাত দান করলেন, তখন তিনি জাতির কাছে ফিরে গেলেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে দেখতে পেলেনঃ {}{আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর তা থেকে বেরুচ্ছিল 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ। তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পথও বাতলে দিচ্ছে না! তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তুতঃ তারা ছিল জালেম। অতঃপর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদেগার করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধবংস হয়ে যাব।} [আ'রাফঃ ১৪৮-১৪৯]

এ সংবাদ মুসা [আঃ] কে খুবই বিচলিত করলঃ {তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বটাই না করেছ। তোমরা নিজ পরওয়ারদেগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং সে তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গন্য করো না। মূসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়।} [আ'রাফঃ ১৫০-১৫১]

গো বাছুর তৈরিকারী সামেরীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বললেনঃ {মূসা বললেন হে সামেরী, এখন তোমার ব্যাপার কি?} [ত্বহাঃ ৯৫]

সে জবাব দিলঃ {সে বললঃ আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এই মন্ত্রণাই দিল।} [ত্বহাঃ ৯৬]

মুসা [আঃ] এর জবাব ছিল খুবই শক্তিশালী ও শিরক বিরোধী। {মূসা বললেনঃ দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি; আমাকে স্পর্শ করো না, এবং তোর জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা সেটি জালিয়ে দেবই। অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই। তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।} [ত্বহাঃ ৯৭-৯৮]

তাওরাতের খন্ডসমূহ তুলে নেয়ার পর মুসা [আঃ] তাদের নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হলেনঃ {তারপর যখন মূসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত যারা নিজেদের পরওয়ারদেগারকে ভয় করে।} [আ'রাফঃ ১৫৪]

বনী ইসরাইলের কেউ কেউ তাওরাত গ্রহণ করতে চায়নি, ফলে আল্লাহ তায়া'লা তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরলেনঃ {আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে সামিয়ানার মত এবং তারা ভয় করতে লাগল যে, সেটি তাদের উপর পড়বে, তখন আমি বললাম, ধর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি, দৃঢ়ভাবে এবং স্মরণ রেখো যা তাতে রয়েছে, যেন তোমরা বাঁচতে পার।} [আ'রাফঃ ১৭১]

তাওরাতের হেদায়েত ও রহমত স্বত্বেও তারা পাহাড় পড়ে যাওয়ার ভয়ে উহা গ্রহণ করল। আল্লাহর নবী মুসা [আঃ] এর সাথে বনী ইসরাইলের হঠকারিতা চলতে থাকল। একদা তারা এক লোককে হত্যা করল, সে বনী ইসরাইলের মধ্যে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। একরাতে তার চাচাতো

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

ভাইয়ের ছেলে তাকে হত্যা করে। হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তারা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে থাকে, আল্লাহর নবী মুসা [আঃ] এর কাছে বিচার চাইল। তারা অহমিকা ও বেয়াদবীবশে বললঃ হে মুসা [আঃ] আপনি যদি আল্লাহর নবী হন তাহলে আপনার রবকে জিজ্ঞেস করুন কে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে? তখন আল্লাহ তায়া'লা মুসা [আঃ] কে নির্দেশ দিলেনঃ হে মুসা তুমি বনী ইসরাইলকে বল একটা গাভী জবাই করতে, এরপর সে গাভীর একটা অংশ দিয়ে মৃত্যু ব্যক্তিকে আঘাত করলে আমি আমার কুদরতে তাকে জীবিত করে দিব, সে কথা বলবে ও বলে দিবে কে তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়। অতঃপর আমি বললামঃ গরুর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন করেন-যাতে তোমরা চিন্তা কর।} [বাকারাঃ ৭২-৭৩]

তখন মুসা [আঃ] একটি গাভী জবাই করতে বললেন, তারা যদি গরুর পাল থেকে যে কোন একটি গাভী জবাই করত তা যথেষ্ট হত, কিন্তু তারা গোঁড়ামি ও অহমিকা করল, তখন আল্লাহ তায়া'লা মুসা [আঃ] এর জবানে বললেনঃ {আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল,তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? মূসা [আঃ] বললেন,মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।} [বাকারাঃ ৬৭]

তার জাতি বললঃ {তারা বলল,তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর,যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়।} [বাকারাঃ ৬৮]

বাছুর তৈরীকর্তা সামেরী

আল্লাহর নবী হারুন আঃ গোবৎস নির্মাতা ও শিরকের আহ্বায়ক হতে পারেন না। নবী রাসুল গন তো আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বায়ক। যে এর ব্যতিক্রম বর্ণনা করবে সে অবশ্যই বিকৃতকারি। এমনি একটি বর্ননা হলঃ {হারুন তাদেরকে বলল, তোমাদের স্ত্রী, ছেলে মেয়েদের কানে যে সব স্বর্ণালংকার আছে সেগুলো খুলে আমার কাছে নিয়ে আস, গোটা জাতী স্বর্নালংকার খুলে হারুনের কাছে নিয়ে আসল। তিনি তাদের থেকে এসব নিয়েগলিয়ে একটি গোবৎস তৈরি করলেন। তখন তারা বলল, ইসরাইল এটাই তোমার উপাস্য যিনি মিসরের জমিন থেকে তোমাকে তুলে এনেছন।} [আল খুরুজ ২-৪/৩২]

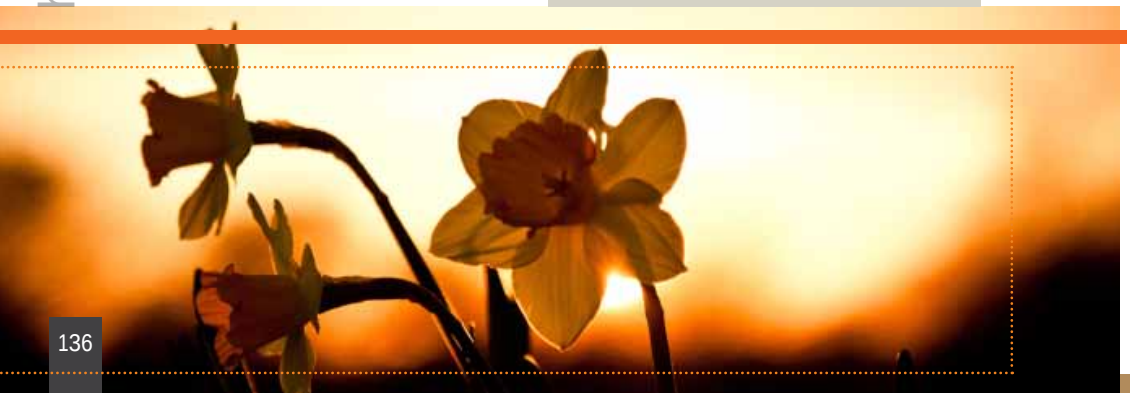

৪-ঈসা ইবনে মারইয়াম [আঃ]

তারা নিজেরা নিজেদের জন্য কঠোরতা করল, ফলে আল্লাহ তায়া'লাও তাদের জন্য কঠিন করে দিলেন। {মূসা [আঃ] বললেন,তিনি বলছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়।} [বাকারাঃ ৬৮]

যা বেশি বয়স্ক ও না, আবার অল্প বয়স্ক ও না। মাঝারি বয়সের। {মূসা [আঃ] বললেন,তিনি বলছেন,সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়-বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল।} [বাকারাঃ ৬৮]

তারা নিজেদের উপর পরিধি সঙ্কুচিত করল। {তারা বলল,তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে,তার রঙ কিরূপ হবে?} [বাকারাঃ ৬৯]

অথচ আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে কোন রঙয়ের ব্যাপারে বলেননি, কোন রঙ নির্দিষ্ট করেননি। {মূসা [আঃ] বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী-যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। } [বাকারাঃ ৬৯]

তারা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করল, এরপর এসে বললঃ {তারা বলল,আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন-তিনি বলে দিন যে,সেটা কিরূপ? কেননা,গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব।} [বাকারাঃ ৭০]

তাদের উত্তরে মুসা [আঃ] বললেনঃ {মূসা [আঃ] বললেন,তিনি বলেন যে,এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়-হবে নিষ্কলঙ্ক,নিখুঁত। তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না।} [বাকারাঃ ৭১]

তারা বনী ইসরাইলের সব শহর গ্রাম ঘুরে অনেক কষ্টে ও উচ্চ মূল্য দিয়ে সে গাভী পেল। তারা উহা জবাই করল, যদিও তারা জবাই করতে আগ্রহী ছিলনা। অতঃপর এর একটি অংশ দিয়ে উক্ত মৃত্যু ব্যক্তিকে আঘাত করায় সে আল্লাহর ইচ্ছায় কবর থেকে জীবিত বের হয়ে তাদের সামনে দাঁড়ায়। তখন মুসা [আঃ] তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কে তোমাকে হত্যা করেছে? সে বললঃ এই ব্যক্তিঃ {অতঃপর আমি বললামঃ গরুর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন করেন-যাতে তোমরা চিন্তা কর।} [বাকারাঃ ৭৩]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

যখন তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে গেল, সেখানে এক পরাক্রমশালী এক জাতিকে পেলঃ {যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি। হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব।} [মায়েদাঃ ২০-২২]

{তারা বললঃ হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।} [মায়েদাঃ ২৪]

আল্লাহ তায়া'লা তাদের এ সিদ্ধানের কারনে ভৎসণা করলেন, জিহাদ ও রাসুলের বিরোধিতা করার ফলে তাদেরকে দিশেহারা হয়ে ময়দান-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তি দিলেন। মুসা [আঃ] বললেনঃ {মূসা বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন।} [মায়েদাঃ ২৫]

আল্লাহ তায়া'লা তার দোয়া কবুল করলেনঃ {বললেনঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।} [মায়েদাঃ ২৬]

তারা দিবা রাত্রি, সকাল সন্ধ্যা উদ্দেশ্যহীনভাবে জমিনে ঘুরতো।

হযরত মারইয়ামের পিতা ইমরান বনী ইসরাইলের একজন বুজুর্গ লোক ছিলেন। তিনি দাউদ [আঃ] এর পবিত্র বংশধরের একজন ছিলেন। মারিয়ামের মাতার গর্ভধারণ হচ্ছিলনা। কিন্তু তিনি একটি সন্তানের জন্য খুবই ব্যাকুল ছিলেন। তখন তিনি আল্লাহর কাছে মানত করেন যে, আল্লাহ পাক যদি তাকে একটি সন্তান দান করেন তবে তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে দান করবেন। {এমরানের স্ত্রী যখন বললো-হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একে কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুতঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালই জানেন। সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।} [আলে ইমরানঃ ৩৫-৩৬]

আল্লাহ তায়া'লা তার মায়ের মানত কবুল করেন। {অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি।} [আলে ইমরানঃ ৩৭]

তথা সুন্দর, উজ্জ্বল চেহারা ও সৌভাগ্যবান নেককারদের পথ প্রদান করলেন। {আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন।} [আলে ইমরানঃ ৩৭]

আল্লাহ তায়া'লা তাকে মহিমান্বিত করেন, তিনি একজন নবীর তত্ত্বাবধানে বড় হন। কেউ কেউ বলেনঃ যাকারিয়া [আঃ] তার খালু বা বোনজামাই ছিলেন। {যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।} [আলে ইমরানঃ ৩৭]

নবী গন শ্রেষ্ঠ মানব

নবী রাসুলদের ব্যপারে কিছু বিকৃতি হল, তারা নেশা করেছেন, ব্যভিচার করেছেন, কিংবা নর হত্যার হুকুম দিয়েছেন। এসব এমন বিকৃতি যা সাধারণ নীতিবান মানুষের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত। আর মহা মানবদের বেলায় তো বলাই বাহুল্য।
তারা হলেন আল্লাহর নবী। দাউদ আঃ এর ব্যাপারে তওরাতে বিবৃত করা হয়, [স্যামুয়েল [2] 11 / 2-26], এবং নূনের পুত্র ইউশার আঃ ব্যাপারে [যিহোশূয় 6/24]], এবং মুসা আঃ ব্যাপারে [18 টি ইস্যু 31/14] ইত্যাদি যা আল্লাহর রাসুলদের জন্য উপযুক্ত হয়না. "

আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান ও রক্ষনাবেক্ষণ পান। আল্লাহ তায়া'লা তাকে সম্মানিত করেন, তাকে মহানদের মধ্যে নির্বাচিত করেন, তাকে পুতঃপবিত্র করেন, তার সাথে কথা বলেন, তাকে তার ইবাদত করতে নির্দেশ দেনঃ {আর যখন ফেরেশতা বলল হে মারইয়াম!, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকুকারীদের সাথে সেজদা ও রুকু কর।} [আলে ইমরানঃ ৪২-৪৩]

অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা যখন ঈসা [আঃ] কে এ ধরায় ভুমিষ্ট করাতে চাইলেন, তখন মারইয়াম [আঃ] পরিবার পরিজন থেকে দূরে গেলেন। {এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।} [মারইয়ামঃ ১৬-১৭]

জিব্রাইল [আঃ] কে দেখে মারইয়াম [আঃ] ভীত হলেন, তিনি ভেবেছিলেন, জিব্রাইল [আঃ] তার সাথে খারাপ কিছু করতে চাইছেনঃ {মারইয়াম বললঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব।} [মারইয়ামঃ ১৮-১৯]

চিরকুমারী মারইয়াম [আঃ] এতে আশ্চর্যান্বিত হন। {মরিইয়াম বললঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না?} [মারইয়ামঃ ২০]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

তখন আল্লাহর দূত জিব্রাইল [আঃ] তাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, ইহা আল্লাহ তায়া'লার ইচ্ছা, তিনি একে তার একটি নিদর্শন করবেন, যদিও ইহা আল্লাহর জন্য সামান্য একটি ব্যাপার মাত্র। {সে বললঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।} [মারইয়ামঃ ২১]

বাইবেলে যীশু দাবি করেন যে প্রভু এক

তার কাছে একজন লেখক এল, ইতিপূর্বে তিনি তাদেরকে বাক বিনিময় করতে শুনেছেন, দেখতে পেয়েছেন যে, সে সুন্দর ভাবে তাদের জবাব দেয়েছে। আসার পর তাকে জিজ্ঞাস করলেন, কোন উপদেশ সবচেয়ে উত্তম? যীশু তাকে উত্তরে বললেন, হে ইস্রাইল শোন, সর্বোত্তম উপদেশ হল, আমাদের উপাস্য রব একক রব। তাই পূর্ণ হৃদয়ে, পূর্ণ স্বত্বায়, পূর্ণ চিন্তায় পূর্ণ শক্তিতে তাকে ভালবাস, এটাই প্রথম উপদেশ, [মার্ক 12/28-35]

অতঃপর ঈসার [আঃ] জন্মের মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লার ইচ্ছা নিদর্শনরুপে বাস্তবায়ন হলো এভাবে যে, তিনিপিতা ছাড়া একজন পবিত্র জননী থেকে ভুমিষ্ট হয়েছেন, যিনি যিনায় লিপ্ত হননি, অথবা কোন অন্যায় কাজও করেননি,- ইহা বান্দাহর জন্য আল্লাহর এক রহমত, তিনি যা ফয়সালা করেন তার বাস্তবায়ন- সুতরাং ঈসা [আঃ] এর জন্ম একটি মু'জিযা, আল্লাহর সৃষ্টির এক মহান নিদর্শন, যেমনিভাবে তিনি আদম [আঃ] কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। {নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। যা তোমার পালকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না।} [আলে ইমরানঃ ৫৯-৬০]

তিনি গর্ভবতী হলে সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে দূরে চলে গেলেনঃ {অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন।} [মারইয়ামঃ ২২]

প্রসব বেদনা শুরু হলোঃ {প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেনঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!} [মারইয়ামঃ ২৩]

তখন ঈসা [আঃ] এর আরেকটি মু'জিযা সংঘটিত হয়ঃ {অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। যখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিওঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশে রোযা মানত করছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।} [মারইয়ামঃ ২৪-২৬]

এরপর যখন সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে এলেন তখন পুতঃপবিত্র স্বতীসাধ্বী মারইয়ামের জন্য এ সাক্ষাৎ ছিল খুবই কঠিনতম ব্যাপার। {অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারূণ-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী।} [মারইয়ামঃ ২৭-২৮]

https://www.path-2-happiness.com/bn

তিনি কোন উত্তর দেননি, বরং তিনি ইশারা করলেনঃ {অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন।} [মারইয়ামঃ ২৯]

তারা ইহা অস্বীকার করল, সকলে বলতে লাগলঃ {তারা বললঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব?} [মারইয়ামঃ ২৯]

{সন্তান বললঃ আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।} [মারইয়ামঃ ৩০-৩১]

কিন্তু কতিপয় ইহুদিরা একথা বিশ্বাস করলনা, তারা পুতঃপবিত্র মারইয়ামের উপর অপবাদ দিলঃ {আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা অপবাদ আরোপ করার কারণে।} [নিসাঃ ১৫৬]

তারা পবিত্র মারইয়ামকে যিনার অপবাদ দিল। তখন আল্লাহ তায়া'লা তার পবিত্রতা ঘোষণা করেন, আল্লাহ তায়া'লা তার সম্পর্কে বললেনঃ আর তার জননী একজন ওলী।} [মায়েদাঃ ৭৫]

তিনি ঈসা [আঃ] এর নবুয়্যাত ও রেসালাতের উপর বিশ্বাসী ও উহার সত্যায়ণকারী। আল্লাহ তায়া'লা তার বান্দা ও রাসুল ঈসা [আঃ] ও তার জননীকে মহিমান্বিত ও নেয়ামত দান করেছেন। {যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলে থাকতেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি।} [মায়েদাঃ ১১০]

তিনি তাকে মু'জিযা ও নিদর্শন দিয়ে সাহায্য ও শক্তিশালী করেছেনঃ {এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্টরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বললঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়। আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অনুগত্যশীল।} [মায়েদাঃ ১১১]

https://www.path-2-happiness.com/bn

ইসলামে যীশু

যখন আমি ইসলাম নিয়ে পড়লাম তখন ইসা আঃ এর সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র দেখতে পেলাম, যা আমার মাঝে গভীর প্রভাব ফেলে।

ফ্রেডেরিক ডোলামার্ক,
জোহানেসবার্গ এর বিশপদের মাঝে উর্ধ্বতন যাজক

হাওয়ারীরা ঈসা [আঃ] কে আসমান থেকে খাদ্য নাযিল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বললেনঃ আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখন হাওয়ারীরা বললঃ হে মরিয়ম তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন?} [মায়েদাঃ ১১২]

অতঃপর তিনি তাদের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞতার আশংকা করলেনঃ {তিনি বললেনঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। তারা বললঃ আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব।} [মায়েদাঃ ১১২-১১৩]

তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেনঃ {ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেনঃ হে আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ট রুযীদাতা। আল্লাহ বললেনঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যাক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না।} [মায়েদাঃ ১১৪-১১৫]

যখন মায়েদা নাযিল হলো তখন তাদের কতিপয় লোক কুফুরী করলঃ

আর বনী ইসরাইলের ইহুদীরা আল্লাহর নবী ঈসা [আঃ] কে অস্বীকার করল, তারা তাদের

বাইবেল ক্রুশকে অস্বীকার করে এবং আকাশে উঠিয়ে নেয়াকে সাব্যস্ত করে

"তারা পাথর নিল তাকে নিক্ষেপ করতে। তবে যীশু তাদের ভিতর দিয়েই উপাসনালয় থেকে বেরিয়ে আত্ম গোপন করে এদিক চলে গেলেন।" [ইউহোন্না ৮/৫৯]
"এর পরও তারে তাকে খুঁজল ধরার জন্য তখনও তিনি বেরিয়ে গেলেন।"[ইউহোন্না১০/১৯]
এটা ঘটল যাতে বাইবেলের এ কথা বাস্তবায়িত হয় যেঃ "তার কোন হাড় ভাংবেনা।" [ইউহোন্না ৩৬/১৯]
"যীশু ইনি যে তোমাদের থেকে আকাশে উত্তলিত হয়েছেন।"[দূত গনের ঘটনা গ্রন্থ ১/১১]

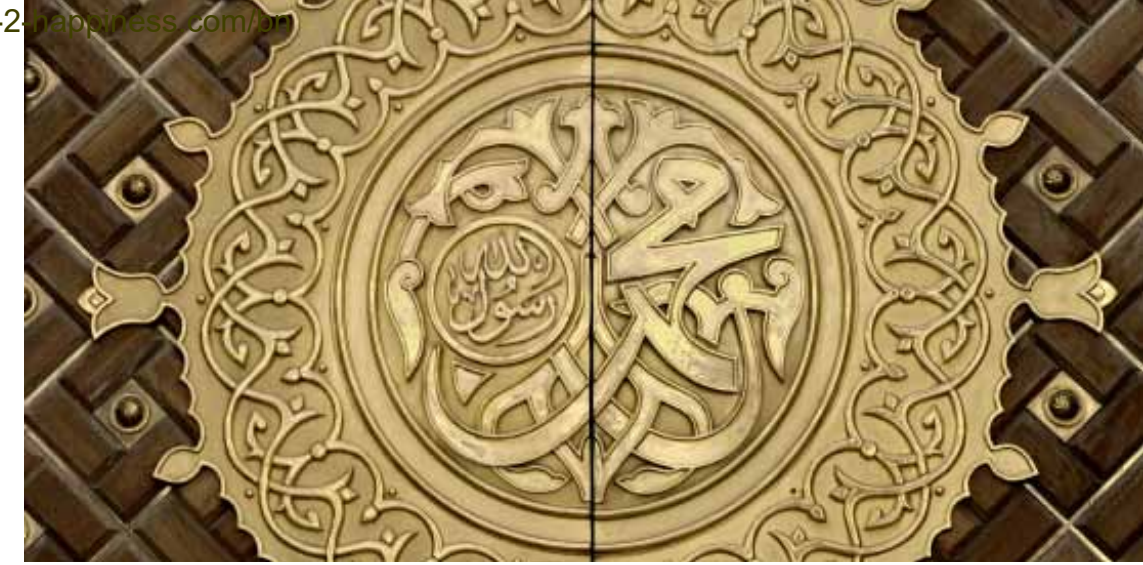

কুফুরী ও মিথ্যাচারেই ছিল, এমনকি তারা ঈসা [আঃ] এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে লাগলঃ {এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী।} [আলে ইমরানঃ ৫৪]

আল্লাহ তায়া'লা তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন, আরো জানালেন যে, কিভাবে তিনি তাকে রক্ষা করবেন। {আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো।} [আলে ইমরানঃ ৫৫]

এভাবে যখন তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, ষড়যন্ত্র, কুফুরী, আল্লাহর নবীদেরকে হত্যার চেষ্টা ও পুতঃপবিত্র মারইয়াম [আঃ] কে অপবাদ দেয়া চলতে থাকল, তখন আল্লাহ তায়া'লা বললেনঃ {অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গর জন্য এবং অন্যায়ভাবে রসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির দরুন যে, আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন। অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক। আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা অপবাদ আরোপ করার কারণে। আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল।} [নিসাঃ ১৫৫-১৫৭]

কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা তাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেনঃ {অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে।} [নিসাঃ ১৫৭]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

বরং তারা তার অনুরূপ চেহারার একজনকে হত্যা করেছেঃ {বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।} [নিসাঃ ১৫৭-১৫৮]

আল্লাহ তায়া'লা তার বান্দা ও রাসুল ঈসা [আঃ] কে রক্ষা করে আসমানে তুলে নেনঃ {আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।} [নিসাঃ ১৫৯]

আর ইহাই হলো ঈসা ইবনে মারইয়ামের [আঃ] প্রকৃত ঘটনা। {এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেনঃ হও এবং তা হয়ে যায়।} [মারইয়ামঃ ৩৪-৩৫]

আল্লাহ তায়া'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন তার কোন সন্তান নেই, কেননা তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। সব কিছুই তার মুখাপেক্ষী, অবনত ও অনুগত। আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই তার ইবাদত করে, তিনি সব কিছুর পালনকর্তা, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, কোন প্রতিপালক নেই।

৫- মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম]

নবী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] খাতেমুন নাবিয়্যীন ওয়াল মুরসালিন [সর্বশেষ নবী ও রাসুল] । ঈসা [আঃ] বনী ইসরাইলকে শেষ নবীর সুসংবাদ দিয়েছেন। {স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা [আঃ] বললঃ হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু।} [ছফঃ ৬]

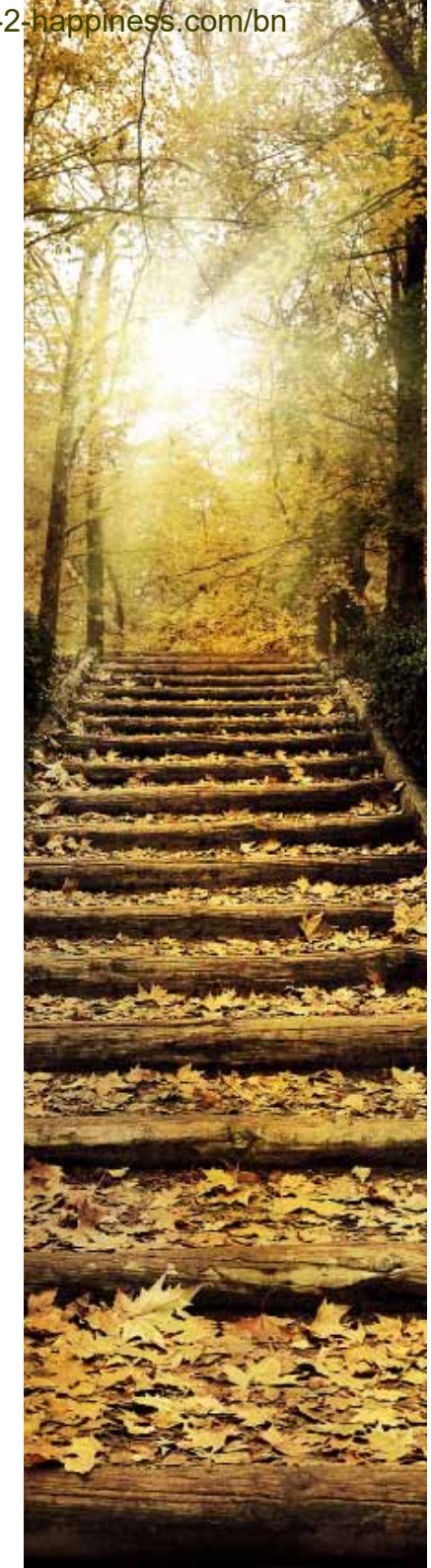

মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] এর আগমনের সুসংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে ছিল। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।} [আ'রাফঃ ১৫৭]

এমনকি আল্লাহ তায়া'লা সকল নবী রাসুলদের থেকে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] এর ব্যাপারে এ অঙ্গিকার নিয়েছেন যে, তিনি যদি তাদের জীবদ্দশায় প্রেরিত হন তাহলে তারা তার উপর ঈমান আনবেন, তাকে সাহায্য করবেন। সকল নবীরা তাদের উম্মতকে এ খবর পৌঁছে দিয়েছেন, যাতে সব জাতির মাঝে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর আল্লাহ যখন নবীগনের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করেছি'। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।}{ } [আলে ইমরানঃ ৮১]

https://www.path-2-happiness.com/bn

মহাগ্রন্থ আল কোরআন সে সুসংবাদের দিকে ইশারা দিয়েছে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] এর নবুয়্যাতের সত্যতা প্রমাণে ইহা দলিল হিসেবে পেশ করেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কাফেররা বলেঃ আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে গ্রন্থের জ্ঞান আছে।}[রা'দঃ ৪৩]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে?}[শুয়ারাঃ ১৯৬-১৯৭]

আহলে কিতাবরা আশা করত তারা হবে মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম] এর উপর প্রথম ঈমান আনায়নকারী, যেহেতু তারা তাকে এমনভাবে জানত ও চিনত যেভাবে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে জানত ও চিনত। আল্লাহ তায়া'লা তাদের সম্পর্কে বলেনঃ {{আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।}[বাকারাঃ ১৪৬]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন- যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কেতাবদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল-যেন তারা জানেই না।}[বাকারাঃ ১০১]

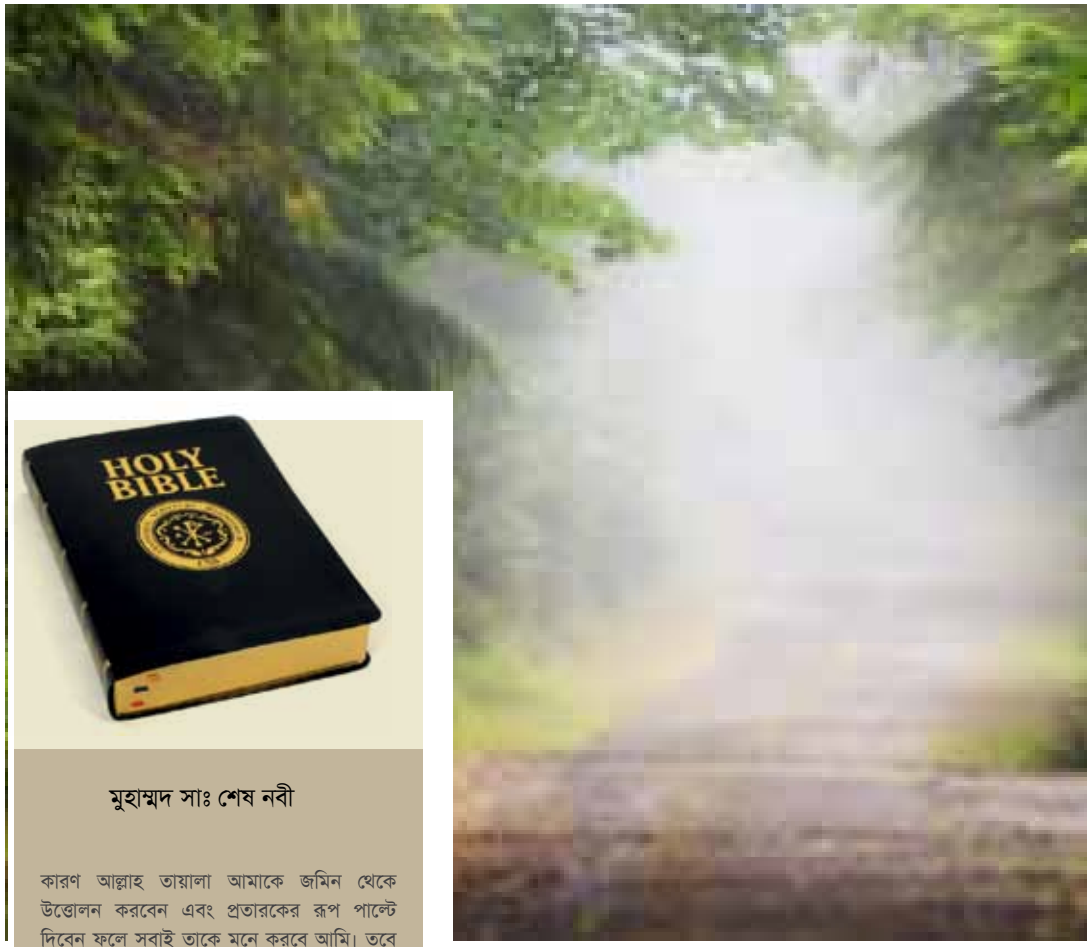

মুহাম্মদ সাঃ শেষ নবী

কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাকে জমিন থেকে উত্তোলন করবেন এবং প্রতারকের রূপ পাল্টে দিবেন ফলে সবাই তাকে মনে করবে আমি। তবে সে যখন বিশ্রী রকমে মারা যাবে তখন এ কালিমার মাঝে আমি কিছু কাল থাকব, কিন্তু যখন আলাহর পবিত্র রাসুল মুহম্মদ সঃ আসবেন তখন আমার এ কালিমা দূরীভূত হবে।

বার্নাবাসের বাইবেল

পূর্ববর্তী নবীদের এ সুসংবাদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের উপর প্রযোজ্য। তিনি সে রাসুল যার আগমনের বার্তা পূর্ববর্তীরা দিয়েছেন। কিন্তু তাদের কতিপয় এ সত্য গোপন করেছে, তাদের পবিত্র গ্রন্থে যা ছিল তা অস্বীকার করল, ইহাকে তারা পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানেই না।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম এক আল্লাহর তাওহীদ নিয়ে এসেছেন, যার কোন শরিক নেই, যেমনিভাবে অন্যান্য নবী রাসুলগণ এ দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।}[আম্বিয়াঃ ২৫]

এমনিভাবে ইনি তাঁর পূর্ববর্তী সব নবী রাসুলগণের সত্যায়নকারী, তাদের সকলের উপর কোন পার্থক্য ছাড়া ঈমান আনয়নকারী। {আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না।}[বাকারাঃ ১৩৬]

বরং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনল, কিন্তু কোরআনে বর্ণিত অন্যান্য যে কোন একজন নবী বা রাসুলের উপর ঈমান আননলা, সে যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালামের উপরই ঈমান আননলা। {তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।}[শুরাঃ ১৩]

আল্লাহ তায়া'লা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দাহঃ {বলুনঃ আমি ও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।}[কাহাফঃ ১১০]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম নিরক্ষর ছিলেন, লিখতে বা পড়তে পারতেননা। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে তাঁর গুনাবলী এভাবেই বর্ণিত হয়েছে; যেন আহলে কিতাবগন তাঁর গুনাবলী দেখে তাঁকে চিনতে পারে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষনা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।} [আ'রাফঃ ১৫৭]

আল্লাহ তায়া'লা তাঁর দ্বারা অনেক দৃশ্যমান মুজিযা সংঘটিত করেছেন যেমনিভাবে তিনি অন্যান্য নবী রাসুলদের দ্বারা করিয়েছেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় মুজিযা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন, যাতে পূর্ব ও পরবর্তীদের অনেক ঘটনা, বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ রয়েছে। {আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।} [নাহলঃ ৮৯]

আর রয়েছে, মু'মিনদের জন্য গভীর জ্ঞান। {এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত।} [জাসিয়াঃ ২০]

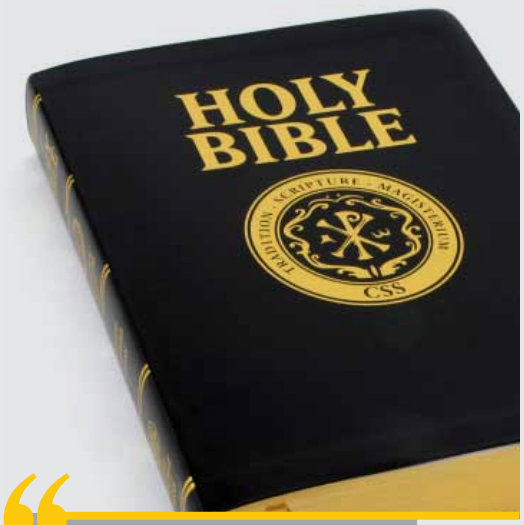

বাইবেলে মুহাম্মদ সাঃ এর সুসংবাদ

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সঃ আসা পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকবে। যিনি এসে এই ধোকা পরিষ্কার করে দিবেন আল্লাহর শরিয়তে বিশ্বাসী মানুষের জন্য।

ইশাইয়ার গ্রন্থে এসেছে, আমি আপনার নাম রেখেছি মুহাম্মদ। হে মুহাম্মদ, হে রবের স্তুতিকারক, আপনার নাম আদিকাল থেকে বিদ্যমান।

হাবাক্কুক [Habakkuk] গ্রন্থে এসেছে, আল্লাহ এসেছেন তিমান থেকে আর কুদ্দুস [নবী] এসেছেন ফারান পর্বত থেকে। তখন মুহাম্মদের দ্যুতিতে আকাশ উজ্জল হয়েছিল আর জমিন পুর্ণ হয়েছিল তার প্রশংসায়।

ইশাইয়ার গ্রন্থে এসেছে, আমি তাকে যা দিয়েছি আর কাউকে তা দিবনা, আহমাদ আল্লাহর অভিনব প্রশংসা করবে যা আর কেউ করবেনা , উত্তম ভুমি থেকে তিনি আগমন করবেন, সৃষ্টি জগত তাকে পেয়ে আনন্দিত হবে,চতুর্দিকে তারা একত্ববাদ স্বীকার করবে এবং তামাম পৃথিবীতে তাকে তারা সম্মান করবে

বার্নাবাস এর বাইবেল

মানুষ যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য করেছে সে সব বিষয়ে এই নিরক্ষর নবী কোরআনের দ্বারা মীমাংসা করেছেন। {আমি আপনার প্রতি এ জন্যেই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে তাদের কে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে।} [নাহলঃ ৬৪]

কুরাইশরা তাঁর সত্যতা ও আমানতদারীতা জেনে তাঁকে আল আমিন উপাধিতে ভূষিত করা সত্বেও তাঁকে মিথ্যারোপ করেছে। তাই আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন তারা সকলে মিলে বরং জীন ইনসান সবাই মিলে কোরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ রচনা করতে। {বলুনঃ যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়,এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।} [বনী ইসরাইলঃ ৮৮]

তারা তাঁকে মিথ্যারোপ করেছে অথচ তারা এর অনুরূপ কিছুই আনতে পারেনি, যদিও তাদের ভাষাগত অনেক দক্ষতা ও পান্ডিত্য ছিল। অতঃপর তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হলো যে, সকলে মিলে কোরআনের অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে আনতেঃ তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। } [হুদঃ ১৩]

এতেও তারা অক্ষম হলো। অতঃপর চ্যালেঞ্জ করা হলো যে কোরআনের অনুরূপ একটি মাত্র সূরা আনয়ন করতেঃ এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি,তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। } [বাকারাঃ ২৩]

উচ্চতর আদর্শ

ইতিহাসে এই মানুষের উত্তম আদর্শ খুঁজেছি। তা পেয়েছি আরাবি নবী মুহাম্মাদের মাঝে।

গ্যাটে
জার্মান কবি জার্মান কবি

জিজ্ঞাসা করুন .. কোরান উত্তর দিবে

কোরান অধ্যয়ন করে এতে জীবনের সব জিজ্ঞাসার জবাব পেয়েছি।

মাইকেল হার্ট
আমেরিকান লেখক

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

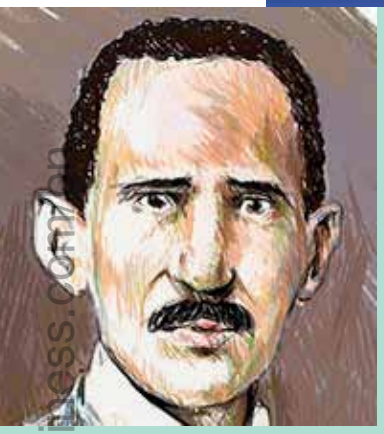

মানুষের জন্য হল আহমদ

খৃষ্টান সম্পর্কে প্রবাদ হল, উর্ধ জগতে আল্লাহর মহিমা, পৃথিবীতে শান্তি আর মানুষের আনন্দ। বরং ছিল এমনঃ উর্ধ জগতে আল্লাহর মহিমা, পৃথিবীতে ইসলাম আর মানুষের জন্য আহমাদ।

ডেভিড বেঞ্জামিন
মাওসেলের সাবেক বিশপ

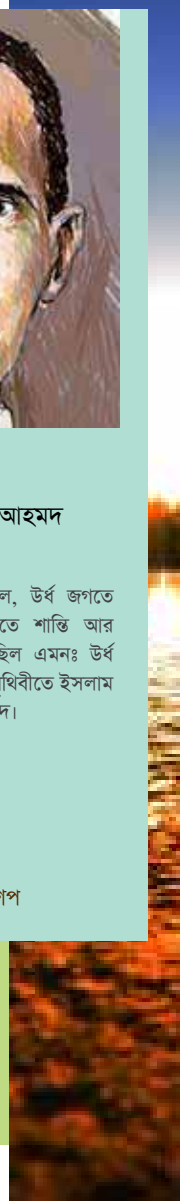

এতেও তারা অক্ষম হলো, যদিও তারা বাগ্মিতা ও সাহিত্য রচনাশৈলিতে অনেক পারদর্শী ছিল।

কুরাইশ কাফেরেরা তাঁকে মিথ্যারোপ করতেই লাগল। আল্লাহ তায়া'লা তাঁকে ধৈর্যধারণ করতে বললেন, যেভাবে তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ যেমনঃ ইবরাহীম, নুহ, মূছা ও ঈসা আলাহিস সালামকে ধৈর্যধারণ করতে বলেছিলেন। {অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন।}[আহকাফঃ ৩৫]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম ধৈর্য ধারণ করলেন, তার দাওয়াতী মিশন চালিয়ে গেলেন, তিনি লোকদেরকে আল্লাহর পথে ডাকলেন, তাঁর কথা ও চরিত্রের মাধ্যমে লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, ফলে আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হেফাযতের জন্য যথেষ্ট ছিলেন, বস্তুত তিনি তাকে হেফাযত করেছেন। হে নবী,আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। } [আনফালঃ ৬৪] আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? }[যুমারঃ ৩৬]

তিনি তাঁকে সাহায্য করেছেন, যেমনিভাবে তিনি অন্যান্য নবী রাসুলগণকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।} [মুজাদালাঃ ২১]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ আমার রাসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী।}[সূরা সাফফাতঃ ১৭১-১৭৩]

{আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দন্ডায়মান হওয়ার দিবসে। }[সূরা আল-মু'মিনঃ৫]

কাফেরেরা তাঁর রিসালাতকে প্রতিরোধ করতে

চেয়েছিল, তারা এ আলোকে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করলেনঃ {তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। তিনি তাঁর রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। }[ছফঃ ৮-৯]

তিনি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করলেন, ইসলামকে বিজয়ী করলেন, সব ধর্মের মধ্যে আল্লাহর তাওহীদকে সুদৃঢ় করলেন, মানবজাতির উপর এই রিসালাত ও দ্বীনের মাধ্যমে তাঁর নেয়ামত পরিপূর্ণ করলেন। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। }[মায়েদাঃ ৩]

বরং তিনি নিজেই এই ধর্মকে হেফাযত করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এ রিসালাত অবশিষ্ট থাকবেঃ {আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। }[হিজরঃ ৯]

ইহা হলো রিসালাতের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ রিসালাতঃ {মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।}[আহযাবঃ ৪০]

এ জমিন ও তার মধ্যকার যা কিছু আছে তা যতদিন টিকে থাকবে এ রিসালাতও ততদিন টিকে থাকবে।

তাহলে এটা কোন রিসালাত যা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তায়া'লার সংরক্ষণে টিকে থাকবে?!

বরং তিনি নিজেই এই ধর্মকে হেফাযত করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এ রিসালাত অবশিষ্ট থাকবেঃ {আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। }[হিজরঃ ৯]

ইহা হলো রিসালাতের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ রিসালাতঃ {মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।}[আহযাবঃ ৪০]

এ জমিন ও তার মধ্যকার যা কিছু আছে তা যতদিন টিকে থাকবে এ রিসালাতও ততদিন টিকে থাকবে।

তাহলে এটা কোন রিসালাত যা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তায়া'লার সংরক্ষণে টিকে থাকবে?!

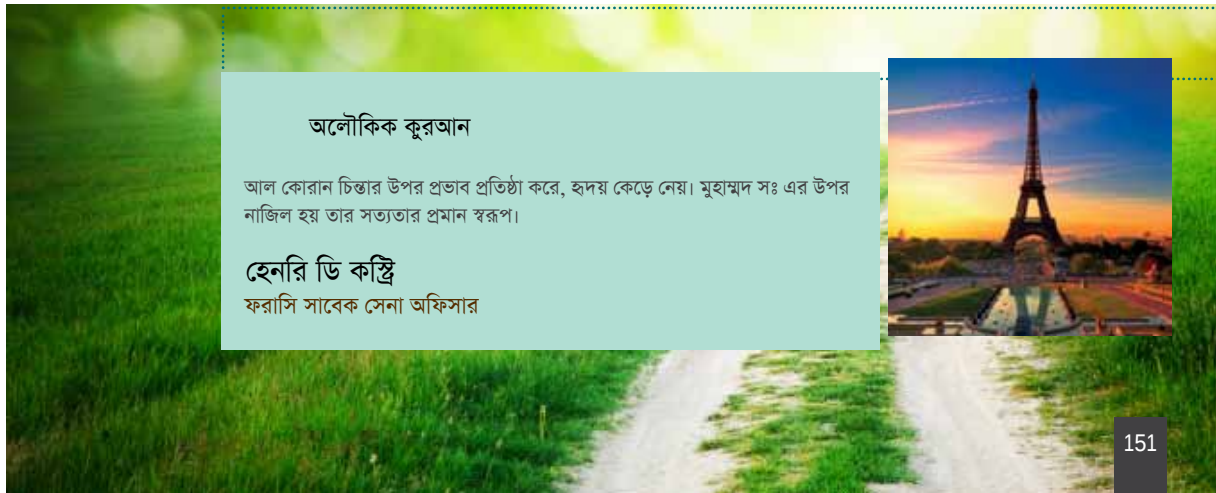

অলৌকিক কুরআন

আল কোরান চিন্তার উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে, হৃদয় কেড়ে নেয়। মুহাম্মদ সঃ এর উপর নাজিল হয় তার সত্যতার প্রমান স্বরূপ।

হেনরি ডি কস্ট্রি
ফরাসি সাবেক সেনা অফিসার